প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

মুদ্রক
ননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

শিল্প-নির্দেশক
খালেদ চৌধুরী

গ্রন্থাবরক
সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ব্লক মুদ্রক
রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট
৭/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

যাঁর '১৪ই জুলাই' শীর্ষক সম্পাদকীয়
এ নাটক লিখতে আমায় উদ্বুদ্ধ করেছে
সেই নির্ভীক সাংবাদিক

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই নাটকের রচনাকাল :

১১ই জুলাই থেকে ২৫শে জুলাই, ১৯৬০

কলিকাতা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

উপন্যাস :	এক মুঠো আকাশ	(৫ম মুদ্রণ)
	মধুরাই	(৩য় মুদ্রণ)
	বিদেহী	
নাটক	ধৃতরাষ্ট্র	(৩য় মুদ্রণ)
	রূপোলি চাঁদ	(৩য় মুদ্রণ)
	এক মুঠো আকাশ	(২য় মুদ্রণ)
	রজনীগন্ধা	(২য় মুদ্রণ)
	এক পেয়ালা কফি	(২য় মুদ্রণ)
	নাট্যগুচ্ছ	(২য় মুদ্রণ)
গল্প :	ছিলেম বাবুর দেশে	(২য় মুদ্রণ)

আর হবে না দেরী

প্রথম অঙ্ক

বলতে গেলে ওটা একরকম পোড়ো বাড়ি। মানুষ বাসের অযোগ্য বলেই পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। যে কোন দিন হয়ত এবাড়ি নিজে থেকেই ভেঙে পড়বে। একথা জেনে শুনেও এখানে বাস করে কয়েকজন লোক। তাদের মধ্যে একজন ল্যাংড়া বুড়ো, বগলে লাঠি নিয়ে হাঁটে, সবাই তাকে দাদু বলে ডাকে। অসিত আর শ্রীলতা, স্বামী স্ত্রী, মাঝারি বয়েস। এদেব সুখেব সংসারে আসছে একটি শিশু যার অপেক্ষায় তারা বসে আছে। আর দীপ্তি, সে যেন এ বাড়িরই মেয়ে। এখনও কুমারী। কিছু সে করতে চায়, কিন্তু কোন্ পথে যাবে এখনও বুঝতে পারছে না।

এদের নিয়েই নাটকের শুরু। এই ভাঙা বাড়িরই একখানা ঘরে। বালি খসছে, চোখে পড়ে দাঁত-বার-করা ইট। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। ছাদ দিয়ে জল পড়ে। মেঝে যাতে জলে ভেসে না যায়, জলের ফোঁটাগুলো ধরে ফেলার জন্যে পাতা হয়েছে ঘটি, বাটি, বালতি। আসবাবের মধ্যে একখানা হাতলভাঙা কাঠের চেয়ার, একখানা টুল, খান দুই কেরোসিনের বাক্স, নড়বড়ে বেঞ্চি। পেছনের দিকে একটা চৌকি আছে, তার ওপবে একটা ছেঁড়া শাড়ি পাতা। ময়লা জামা কাপড় পরা লোকগুলো এ আবহাওয়ার সঙ্গে যেন পুরোপুরি মিশে আছে। পেছনেব জানালায় চটের পর্দা ঝোলে। সরালে বাইরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। যদি কেউ পেছন দিয়ে আসে তার মাথাটা জানালা দিয়ে দেখা যায়।

বাইরে যাবার দরজাটা বাঁদিকে। বাড়ির তুলনায় দরজাটা দেখলে মনে হয় অনেক মজবুত। ডানদিকে অন্য ঘরে যাবার রাস্তা, সেদিকে কোন দরজা নেই। গলির মত একটা পথ বেঁকে গেছে।

পর্দা যখন উঠল তখন বিকেল। বৃষ্টির জন্যে ঘরটা অন্ধকার লাগছে। দীপ্তির ছটফটানি দেখেই বোঝা যায় বৃষ্টির জ্বালায় সে সত্যিই অধৈর্য হয়ে পড়েছে অথচ দাদু বেশ স্থির হয়েই বসে আছেন ভাঙা চেয়ারে।

দীপ্তি। [অধৈর্য হয়ে] বৃষ্টি, বৃষ্টি। আর আমি পারছি না। বাইরে বেরবার উপায় নেই, দু'খানা ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে বসে আছি। আর কতদিন এরকম বৃষ্টি চলবে ?

দাদু। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর।

দীপ্তি। জন্মে থেকে তো ঐ একটা জিনিসই শিখেছি। ধৈর্য ধরে আছি। তাই আজও মরিনি, কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। এ ক'দিনে একটা পয়সা রোজগার করে আনতে পারিনি, তোমরা মেহনত করে রোজগার করে আনো। আমি শুধু বসে বসে খাই। জীবনে ঘেন্না।

দাদু। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর।

দীপ্তি। আঃ, তুমি চুপ কর। ঠিক যেন একটা দাঁড়ের পাখী কথা বলছে, রাধে কেষ্ট, রাধে কেষ্ট।

দাদু। (হেসে) তাই যদি হতে পারতাম রে, দাঁড়ের ময়না, তোরা যা বল্‌তিস, আমি শুধু সেই কথাগুলোই দাঁড়ে বসে কপ্‌চাতাম।

দীপ্তি। আমি কিন্তু আর কোন কথা শুনব না। কাল বৃষ্টি যতই পড়ুক, আমি ঠিক বেরিয়ে যাব। যা হোক রোজগার করে আনব, না পারি ভিক্ষে করব, কিন্তু বসে থাকব না।

দাদু। ধর, যদি তুই অনেক টাকা পাস্‌, ফালতু টাকা, লটারীর টাকা, কি করবি ?

দীপ্তি। এক একটা এমন অদ্ভুত প্রশ্ন কর, টাকা পেলে কি করব! কি আবার করব, ভাল ভাল জিনিস খাব, ভাল ভাবে থাকব, আনন্দ করব।

দাদু। সেই লোকটাও তোর মত ভেবেছিল, সেই যে যা ছুঁতো সোনা হয়ে যেত, ভেবেছিল আনন্দ করবে, পারলে না। আনন্দ শুকিয়ে গেল।

দীপ্তি। তার ছিল লোভ তাই সে পারেনি, আমার তো লোভ নেই, আমি শুধু সুখে থাকতে চাই।

দাছ। পাগলী মেয়ে, টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না। তাহলে পয়সাওয়ালা লোকগুলো তাদের বাড়িতে সুখকে বন্ধ করে রেখে দিত, যখন খুশী সুখের ফোয়ারা ছেড়ে দিয়ে আনন্দস্রোতে গা ভাসিয়ে দিত, কিন্তু তা হয় না। টাকা দিয়ে তারা অসুখ কেনে, তখন আসে ডাক্তারবদ্যি, ওষুধ পত্তর। হয়ত রোগ সারে কিন্তু সুখ আসে না।

দীপ্তি। দয়া করে তোমার বক্তৃতা থামাও, বুঝতে পেরেছি তুমি বলবে সংসারে সুখী কেউ নয়।

দাছ। কে বলছে সে কথা? আমি সুখী, তুই সুখী।

[শ্রীলতা হাতে কাঁচের গেলাস ও ভাঙা কাপে চা নিয়ে আসে। বয়েস মাঝারি। মাথায় ঘোমটা, সাধারণ ভাবে শাড়ি পরা।]

দাছ। এই যে মা, চা নিয়ে এসেছ? বুঝেছিস্ দীপ্তি, এই হচ্ছে সুখ। বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, আর আমরা বসে গরম চা খাচ্ছি। পয়সা থাকলে এই আনন্দ তুই পেতিস্?

শ্রীলতা। (হেসে) আবার বুঝি আপনাদের ঝগড়া শুরু হয়েছে।

দাছ। ঝগড়া নয় মা, তর্ক। তোমাদের নিয়ে সুবিধে কি জানো, তোমরা আমার কথা শোন, কিন্তু দীপ্তিকে আমি আজও বোঝাতে পারলাম না।

দীপ্তি। বুঝতেও পারলে না। তোমরা ভাবো আমি খুব স্বার্থপর, শুধু নিজেরটুকুই ভাবি, কিন্তু বিশ্বাস কর আমার সব চিন্তা তোমাদের নিয়ে, তুমি এই বুড়োবয়েসে খোঁড়া পা নিয়ে পয়সার জন্যে ঘুরে বেড়াও। বৌদির এখন বিশ্রাম করা উচিত, ও তো আর একা নয়, তবু ওকে খাটতে হয়। আর বেচারী অসিতদা এই এতগুলো পেটের কথা ভেবে একটা মিনিট শান্তিতে বসতে পারে না। টাকার পেছনে ছুটছে, ওঃ গলগ্রহ, আমি একটা গলগ্রহ—

শ্রীলতা। (ধমকে) আঃ, দীপ্তি, এক এক সময় তোমার কি হয় বল তো? আবোল তাবোল এত কি ভাবো?

দীপ্তি। কি করব, আমি যে দুঃস্বপ্ন থেকে উঠেছি।

শ্রীলতা। কিসের দুঃস্বপ্ন?

দীপ্তি। আমি তো ভাবতে চাই না, মাকে ভুলে গেছি। আমি তখন ছোট মেয়ে, মা মরে গেল, তখন কেঁদেছিলাম, কিন্তু সেরকম কষ্ট পাইনি। অথচ বাবা, ওঃ, আমার বুকটা কিরকম চেপে ধরে, দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি শুনতে পাই, বাবা চিৎকার করে বলছে, ওরা আমার ঠাকুরকে ভেঙ্গে ফেলবে, আমি তা হতে দেব না। বাবা গৃহদেবতাকে তুলে নিয়ে নিজের হাতে পুকুরে বিসর্জন দিলেন। কিন্তু সেই তাঁর কাল হল। রাত দিন শিশুর মত কাঁদতেন, তারপর, একদিন আমায় রেখে চলে গেলেন।

শ্রীলতা। (দীপ্তির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়) ওসব কথা থাক দীপ্তি, কি হবে ভেবে। অতীতকে তো ফিরিয়ে আনা যাবে না।

দীপ্তি। (সেই আগের স্বরে) পৃথিবীতে আমি একলা হয়ে গেলাম, একেবারে একলা, কেউ নেই। ভাসতে ভাসতে চলেছি, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক দেশ থেকে আরেক দেশ। শেষকালে এইখানে এসে ঠাঁই পেয়েছি, ক'দিনের জন্যে তাই বা কে জানে?

দাদু। (রেগে) আঃ চুপ কর, একেবারে নির্বোধ!

[দু'জন মেয়েই চমকে ওঠে।]

দাদু। শুধু নিজের দুঃখটাই বিরাট করে দেখতে শিখেছ? ভাবো সেই মেয়েদের কথা, যারা ভাসতে ভাসতে তলিয়ে গেছে, কোন ঠাঁই পায়নি। ভাবো সেই বৃদ্ধের কথা যে সারাটা জীবন স্বাধীনতার আশায় দেশের জন্যে প্রাণ দিয়ে খেটেছে। সেই অমূল্য স্বাধীনতা এল, কিন্তু সেই বৃদ্ধ দেখল তার চোখের সামনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একে একে ঘাতকের ছুরিতে প্রাণ হারাল, সে বুড়ো

তো ভেঙে পড়োনি? শুধু তো দেশের অঙ্গচ্ছেদ হল না, সে বুড়োকেও পঙ্গু করে দিল। পা গেল, লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, দেখলাম কত নৃশংস অত্যাচার, কিন্তু তবু আমার চোখে কখনও জল দেখবে না, আমি সুখী। যদি আমি সুখী না হতাম, কি করে এই ভাঙ্গা পোড়ো বাড়িটায় নতুন করে সংসাব পেতে বসতাম। চিনি না তোমরা কে, কিন্তু আজ তোমরা আমার পরম আত্মায়। দীপ্তি, এই হল জীবন।

শ্রীলতা। আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন।

দাদু। তোমাকে যখন দেখি মা, বড় ভাল লাগে। অসিত আর তুমি, তোমাদের সুখের সংসার, আমিও তোমাদের মধ্যে একজন, আর ঐ পাগলী মেয়েটা, ভাবতেই বড় অদ্ভুত লাগে, কি করে এরকম সম্ভব হল। কেউ কাউকে চিনতাম না, অথচ আজ আমাদের একটা পবিবাব।

[দবজায় কারা ধাক্কা দেয়—দরজা খোল, দরজা খোল।]

দীপ্তি। কে এল আবার? অসিতদা নাকি?

শ্রীলতা। ওঁর আজ ফিরতে দেরী হবে।

দীপ্তি। দেখি তবে কে এল।

[দীপ্তি দরজা খুলে দিলে, দু'জন ভদ্রলোক ঘবে ঢোকেন, ভিজে ওয়াটারপ্রুফ, ছাতা।]

দীপ্তি। কাকে চান?

দিলদার। চাই না কাউকে, শুধু চাই কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয়। বড় বৃষ্টি, যানবাহন সব অচল।

সাহুজী। অত কৈফিয়ৎ দেবাব দরকার নেই দিলদার, এ ভিজে জিনিসগুলো ছেড়ে রাখ।

[তারা বর্ষাতি, ছাতা একদিকে গুছিয়ে রাখে।]

সাহুজী। (দীপ্তিকে) হাঁ করে দেখছ কি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দীপ্তি। এ ত আচ্ছা লোক, ঘরের মধ্যে ঢুকেই হুকুম করতে শুরু করেছে।

দিলদার। ঐ যে ওনার কাজ, সবাইকে হুকুম কবা।

সাহুজী। আঃ দিলদাব বাজে বোক না।

[সাহুজী ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখেন, দাতুর কাছে এগিয়ে যান।]

সাহুজী। এ বাড়িটা আপনার ?

দাতু। (উল্টো দিকে তাকিয়ে) না।

সাহুজী। তবে কার ?

দাতু। জানি না।

সাহুজী। এটা যে মেরামত কবা দরকাব সেটুকু তো বোঝেন, যে কোন দিন মাথার ওপবে ভেঙে পড়লেই হল।

দাতু। সেই জন্যেই তো থাকতে পেয়েছি।

সাহুজী। তার মানে ?

দাতু। নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে ? কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।

সাহুজী। এ তো আচ্ছা লোক, স্পষ্ট করে একটা কথাব উত্তর দেয় না।

দিলদার। জানেন উনি কে ?

সাহুজী। আঃ, দিলদার, বেফাঁস কথা বোল না।

দীপ্তি। আমি কিন্তু ওঁকে চিনতে পেরেছি।

সাহুজী। কি রকম ?

দীপ্তি। যতদূর মনে হচ্ছে, কাগজে আপনার ছবি দেখেছি। আপনি বোধহয় সিনেমায় পার্ট করেন, তাই না ?

দিলদার। (হেসে) আপনাকে ফিলিম্ স্টার ভেবেছে হুজুর। তা মন্দ বলেনি—কিন্তু ছবিতে পার্ট করলে আপনাকে দিব্যি মানাবে।

সাহুজী। শোন দিলদার, আমার যতদূর মনে হচ্ছে এ লোক-

গুলো একেবারে নির্বোধ, অত্যন্ত নিরীহ, এদের কাছ থেকে এ অঞ্চলের সব খবর আমরা পেতে পারি।

দিলদার। আমারও তাই মনে হচ্ছে হুজুর।

সাহুজী। আমি এই বেঞ্চিটায় বসছি, তুমি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বল।

[দিলদার তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে বেঞ্চিটা ঝেড়ে দেয়, সাহুজী তাতে বসেন। দিলদার অন্যদের সঙ্গে ভাব করার জন্যে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়, নিজে থেকেই কথা শুরু করে।]

দিলদার। কি বিশ্রী বৃষ্টি! (কোন সাড়া না পেয়ে) আপনাদের নিশ্চয় এখানে থাকতে খুব অসুবিধে হয়। বাজার থেকে অনেকটা দূর তো।

দাছু। বাজারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কম।

দিলদার। তাহলে রান্নাবান্না?

দাছু। যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলি।

দিলদার। (আশ্চর্য হয়ে) অঃ, (একটু থেমে হেসে) আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে এ বাড়িতে মানুষ বসবাস করে, কে যেন বলেওছিল এটা ভুতুড়ে বাড়ি।

দীপ্তি। আমাদেরই বোধহয় ভূত ঠাউরেছিল।

দাছু। উহুঁ, অত সৌভাগ্য কি আর আমাদের হবে। ভূত সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান আছে?

দিলদার। বোধহয় না।

দাছু। ওদের বড় মজা, প্রেতাত্মা বাস করে কল্পনার রাজ্যে। মনে করুন তার মাংস খাবার ইচ্ছে হল। অমনি মাংস এসে হাজির হল তার সামনে, সে খেয়ে ফেল্লে।

দিলদার। বা, বা, বা, তোফা। মরে গেলে যেন আমি ভূত হই।

দাছু। সে তো হবেনই, তার জন্যে দুঃখ কি? তবে আমি যদি এ জন্মেই ভূত হতে পারতাম তাহলে অনেক হ্যাঙ্গামা মিটে যেত।

সাহুজী। দিলদার, তুমি আসল কথা ভুলে যাচ্ছ

দিলদার। ভুলিনি হুজুর, ঠিক সুবিধেমত কথাটা পাড়তে পারছি না।

দীপ্তি। কি জানতে চান বলুন না।

দিলদার। জানতে ঠিক নয়, মানে, একটু খোঁজখবর করতে, এ পাড়ায়—

দীপ্তি। বাড়ি খুঁজছেন তো, সে আপনাদের দেখেই বুঝতে পেরেছি। পাওয়া খুব মুশকিল। যত বাড়ি, এখন তার দশগুণ লোক।

দিলদার। না, ঠিক বাড়ি খুঁজছি না।

দাদু। তবে জমি খুঁজছেন? খবর্দার, ঐ ঘোষবাবুদের পুকুর-বোজান জমিটা কিনবেন না। ওর ভিত গাঁথতেই ফতুর হয়ে যাবেন।

দিলদার। আরে মশাই আমি বাড়িও খুঁজিনি জমিও খুঁজিনি।

দীপ্তি। তবে খুঁজছেন কি?

দিলদার। (বিবক্ত হয়ে) কিছুই খুঁজিনি।

দীপ্তি। (গলা নামিয়ে) ও দাদু, এর কথা কিছু বুঝতে পারছ?

দাদু। (চাপা স্বরে) বোধহয় ছিটেল। পালিয়ে আয়।

দিলদার। (সাহুজীব কাছে গিয়ে) শুনছেন কি বলছে? আমি হলাম ছিটেল, এগুলো কোথাকার লোক?

সাহুজী। (বিরক্ত হয়ে) জিজ্ঞেস কর এখানে কোন গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে কি না।

দিলদার। (দাদুর কাছে এগিয়ে গিয়ে, হেসে) হ্যাঁ, মানে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম এখানে কোন গণ্ডগোল টণ্ডগোল—

দীপ্তি। (হেসে) হট্টগোল, ডামাডোল।

দিলদার। না, না, হাসির কথা নয়, সত্যিকারের কোন গোলমাল হবে কি?

দীপ্তি। কিসের গোলমাল?

দিলদার। (গলা নামিয়ে) সেকি, আপনারা কাগজে পড়েননি?

দীপ্তি। (সেই সুরে) কাগজ তো আমরা পড়ি না।

দিলদার। অ্যাঁ, হুজুর এরা কাগজও পড়ে না।

দাদু। কেন পড়ব?

দিলদার। কাগজ না পড়লে খবর জানবেন কোত্থেকে?

দাদু। কি খবর?

দিলদার। ধরুন, এই পৃথিবী ঘুরছে কিনা, চাঁদে রকেট পৌঁছল কিনা, সোনার দাম কত,—

দাদু। এসব কথা জেনে আমাদের লাভ?

দিলদার। লাভ—লাভ—

দাদু। কিচ্ছু নেই। কাগজ পড়ে বোকারা, সকালে উঠেই কতগুলো দুঃসংবাদ, রেলের দুর্ঘটনা, অনাহারে মৃত্যু, খুনের মামলা। আমি কেন কাগজ পড়ব!

দিলদার। কাগজ পড়েন না, তাই হুজুরকে চিনতে পারছেন না।

দাদু। কোন হুজুরকেই আমরা চিনতে চাই না। তোমাকেও নয়, ওঁকেও নয়। ওঁর ওপরেও যদি কোন হুজুর থাকেন, তাঁকেও নয়।

দিলদার। হুজুর, আর তো সহ্য হয় না। আমাকে অপমান করছে করুক, কিন্তু স্বয়ং আপনাকে, এইভাবে তাচ্ছিল্য করা—

[দীপ্তি খিল খিল করে হাসে, দিলদার চটে তার দিকে তাকায়।]

দিলদার। হাসছেন কেন?

দীপ্তি। এতক্ষণে আমি আপনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছি। দেখে থেকেই ভাবছিলাম কোথায় যেন আপনার কথা পড়েছি পড়েছি।

দিলদার। কার সঙ্গে মিল পেলেন?

দীপ্তি। গোপাল ভাঁড়!

[দীপ্তি হাসে, দাদু হাসেন, দিলদার রেগে সাহুজীর দিকে তাকাতে তিনিও হেসে ফেলেন।]

দিলদার। হুজুর, আপনিও হাসছেন ?

সাহুজী। (হাসি চাপবার চেষ্টা করে) মেয়েটা ধরেছে ঠিক, গোপাল ভাঁড়, হাঃ হাঃ হাঃ, কিন্তু নাপিতটার বুদ্ধি তোমার চেয়ে বেশী ছিল।

দীপ্তি। খুব চালাক। মনে আছে বিধবা পিসীমাকে গোপাল কিবকম জব্দ কবেছিল, লাউএর সঙ্গে লুকিয়ে চিংড়ি মাছ মিশিয়ে দিয়ে ?

সাহুজী। বেচাবী পিসীমা, নিজের লজ্জা বাঁচাতে গোপালের কথায় ওঠ বোস করেছে।

দীপ্তি। তার চেয়েও ওঠ বোস কবিয়েছে স্বয়ং মহারাজকে। মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র একেবারে বুদ্ধিব ঢেঁকি।

সাহুজী। বাজা মহারাজারা একটু বোকা হয়ই।

[দীপ্তি খিল খিল কবে হাসে।]

সাহুজী। আবাব হাসছ কেন ?

দীপ্তি। না, বলব না, আপনি রেগে যাবেন।

সাহুজী। আহা বল না।

দীপ্তি। (হাসতে হাসতে) আমিও ভাবছিলাম, যদি গোপাল ভাঁড়েব অভিনয় হয়, তাহলে উনি সাজবেন গোপাল ভাঁড়, আর আপনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

দিলদার। (খুশী হয়ে) মেয়েটা ধরেছে ঠিক। হুজুর, আপনি যে মহারাজ—

সাহুজী। (রেগে) আঃ চুপ কর, তুমি একটা ভাঁড় আর ঐ মেয়েটা বাচাল। (পায়চারি করতে করতে দাছুব কাছে গিয়ে) ঐ মেয়েটি আপনাব কে ?

দাহু। কেউ

সাহুজী। তার মানে ?

[দাহু কোন উত্তর দেন না, সাহুজী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে তাকান।]

দীপ্তি। ওঁর নাম দাদু।

সাহুজী। অঃ, এখানে কদ্দিন আছেন ?

দাদু। বোধ হয় দু'বছর।

সাহুজী। কদ্দিন থাকবেন ?

দাদু। (ওপরের দিকে তাকিয়ে) যদ্দিন না ভেঙে পড়ে।

সাহুজী। তার পর ?

দাদু। ভগবান জানেন।

সাহুজী। আপনাদের কথাবার্তা শুনলে পাগল বলে ভুল হয়।

দাদু। ভুল নাও হতে পারে, হয়ত সত্যি। অনেকদিন তো হয়ে গেল, পাগল হওয়া বিচিত্র নয়।

দীপ্তি। আচ্ছা মহারাজ—

সাহুজী। কে মহারাজ ? খবর্দার আমাকে মহারাজ বলবে না। রাজা, মহারাজাদের আমি ঘেন্না করি। যত সব কুঁড়ের বেহদ্দ, গদাইলস্কর। আমি তাদের উচ্ছেদ করেছি।

[দীপ্তি আবার হাসে। সাহুজী চোখ পাকিয়ে দেখেন।]

দীপ্তি। আমি তো বুঝতেই পারছি না কে পাগল, আমরা না আপনারা ?

সাহুজী। তার মানে ?

দীপ্তি। এমন লম্ফঝম্প করছেন, ঠিক যেন বাদ্‌শা আলমগীর। উনিও তো বদ্ধ পাগল ছিলেন।

সাহুজী। তুমি বুঝি অনেক লেখাপড়া করেছ ?

দীপ্তি। পড়েছি কিছুটা তবে হজম করতে পারিনি। পুরো বদহজম হয়ে গেছে, কিছু করতে পারলাম না। (কি যেন ভেবে) ওঃ হো, আপনারা তো বেশ পয়সাওয়ালা লোক মনে হচ্ছে, বাড়ি কিনবেন, কি জমি কিনবেন তাই ভেবে পাচ্ছেন না। আমাকে একটা কোন কাজে লাগিয়ে দিন না, যাতে কিছু রোজগার করতে পারি।

সাহুজী। (অন্যমনস্ক স্বরে) কি কাজ করেছ ?

দীপ্তি। কেউ করতে দেয়নি।

সাহুজী। কি পার ?

দীপ্তি। জানি না।

সাহুজী। তুমি বাচাল।

দীপ্তি। তাহলে আপনি মহারাজ।

সাহুজী। দিলদার, ওকে বারণ কর ওভাবে কথা বলতে।

দীপ্তি। দাত্বু, শুনছ লোকটা কিরকম অসভ্যব মত কথা বলছে, কোথায় বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় দিলাম তাব জন্যে ধন্যবাদ দেবে, তা নয় একেবারে বাদশাহী মেজাজ—

দিলদার। (ব্যস্ত হয়ে) আহা রাগাবাগিব কোন দবকার নেই, আমি বলছিলাম কি—

[দবজায় কে ধাক্কা দেয়।]

দীপ্তি। বাস্তা ছাড়ুন, আমি এখন দরজা খুলব।

সাহুজী। (চিন্তিত সুবে ক আসছে ?

দীপ্তি। তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

[দীপ্তি দরজা খোলে, জলে ভিজে কয়েকটা জিনিস হাতে নিয়ে অসিত ঘবে ঢোকে। তিরিশের ওপর বয়েস, ভারী শরীর, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে মুখে স্নিগ্ধ হাসি।]

অসিত। বড্ড ভিজে গেছি। ধর তো এই জিনিসপত্রগুলো।

দীপ্তি। এত রাত হ'ল তোমার ফিরতে ?

অসিত। আজ বরাত খুব ভাল, সারাদিনের কাজ করার পর মনিব বল্লেন, আমি যদি আর একটু বেশী খাটি তাহলে আমাকে ওভারটাইম দেবেন। খুব কাজ করেছি আজ, টাকাও পেয়েছি।

দীপ্তি। তাই বলে তুমি এত দেরী করবে, আমাদের বুঝি ভাবনা হয় না।

অসিত। এত দেরী অবশ্য কাজের জন্যে হয়নি, বৃষ্টিতে যে আটকে গেলাম। রতন তার মায়েব অসুখের সময় আমার কাছ থেকে যে পনেব টাকা নিয়েছিল আজ সেটা দিয়ে গেল। হঠাৎ এতগুলো টাকা পেয়ে ঠিকই করেছিলাম বাজার থেকে ছু' একটা জিনিস কিনে আনব। সব মিলিয়েই দেবী আর কি।

দীপ্তি। যাও জামা কাপড় ছেড়ে নাও, বড্ড ভিজে গেছ।

অসিত। তোব বৌদি কিরকম আছে বে?

দীপ্তি। ভালই।

অসিত। (সাহুজীদেব দিকে তাকিয়ে) ওঁদেব তো চিনতে পাবলাম না। এই প্রাসাদেব নতুন সভ্য নাকি?

দিলদাব। আমবা বৃষ্টিব ভয়ে এখানে ঢুকে পড়েছি।

দীপ্তি। অসিতদা, ইনি গোপাল ভাঁড়, আব উনি মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

সাহুজী। (দাতুকে) দেখুন, আপনাব নাতনীকে মুখ সামলে কথা বলতে বলুন।

দিলদার। সত্যি হুজুব, আপনাব ধৈয দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

দীপ্তি। (হেসে) আ হা আ অসিতদা, তুমি আব ঠাণ্ডা লাগিও না, ঘরে যাও।

[অসিত হাসতে হাসতে ঘবেব মধ্যে চলে যায়।]

সাহুজী। দিলদাব, দেখ গাড়ি ঠিক হল কি না। কাঁহাতক আর এখানে বসে থাকা যায়।

দীপ্তি। ও বাবা, আপনারা গাডি করে এসেছেন। তাহলে তো আপনারা গণ্যমান্য লোক।

দিলদার। এতক্ষণে বুঝতে পাবলে!

দীপ্তি। শুধু বুঝতে পাবছি না, ঘোড়ার গাড়ি না গরুব গাড়ি। উঁহু, ঘোড়ার গাড়ি নয়, তাহলে এত ভিজতেন না।

সাহুজী। দিলদাব, তুমি ঐ বাচাল মেয়েটাব সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক বক করবে, না, বাইরে গিয়ে গাড়ির খবর নেবে!

দিলদার। তাই যাচ্ছি।

[দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।]

দীপ্তি। এটা কিন্তু আপনি অন্যায় করলেন।

সাহুজী। কেন?

দীপ্তি। বেচারা ভালমানুষ জলে ভিজে অসুখে পড়ে যাবে।

সাহুজী। সে ভাবনা তোমার নয়। (দাদুকে) ও মশাই, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

দাদু। না, একটু বসে বসে ঢুলছি।

সাহুজী। এ অঞ্চলেব লোকজনদের আপনি ভাল করে চেনেন?

দাদু। যদি বলি চিনি?

সাহুজী। এরা কোনবকম ষড়যন্ত্র করছে বলে আপনি শুনেছেন?

দাদু। কার বিরুদ্ধে?

সাহুজী। সবকার-এব বিরুদ্ধে।

দাদু। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) জানি না।

সাহুজী। সত্যি বলছেন?

দাদু। যদি তারা কোন মতলব করে আমাকে আর তা বলবে কেন, আমি ওদের কি কাজে লাগব। বুড়ো হয়ে গেছি, হাঁটতে পারি না।

[সাহুজী হাঁটতে হাঁটতে পেছনের দিকে গিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন।]

সাহুজী। ওখানে ওরা কারা ছায়াব মত? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাথার ওপরে কিছু নেই, জলে ভিজছে নাকি।

দাদু। ওটা একটা ছবি।

সাহুজী। কিসের ছবি?

দাদু। জীবনের।

সাহুজী। কে এঁকেছে?

দাদু। কোন এক পাগলা শিল্পী।

সাহুজী। আশ্চর্য, এত জীবন্ত ছবি! ঠিক মনে হচ্ছে সত্যি, আমি যেন তাদের দেখতে পাচ্ছি।

[দাত্থ উঠে পড়ে পেছনে একটা চট ঝুলছিল তাই দিয়ে জানালাটা ঢেকে দেন।]

দাত্থ। যে দেখে সেই বলে বড় জীবন্ত ছবি। যেন কাচের জানালা খুললে ওদের কথা শোনা যাবে। আলো ফেললেই ওদের দেখা যাবে। ভুল, ভুল, সমস্ত ভুল, ওরা শুধু ছায়া। আমার কি এখন খাবার সময় হল ?

দীপ্তি। হ্যাঁ দাত্থ, তুমি আজ অনেক দেরী করেছ।

দাত্থ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) যাই। (সাহুজীর কাছে গিয়ে) তুমি ছবি দেখে আশ্চর্য হচ্ছ, আব আমি জীবন দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। এক এক সময় মনে হয় সব বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তারপর দেখি, না, শেষ তো নয়, যে গাছটা শুকিয়ে নুয়ে পড়েছিল আবার তাতে দেখি সবুজ পাতা গজিয়েছে। চলতে চলতে যে নদী থেমে গিয়েছিল ক'দিন বাদে আবার সে চলতে শুরু কবেছে। কোথা থেকে এরা শক্তি পায়। সত্যিই আশ্চর্য। এই দেখ আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, বেঁচে রয়েছি, নাড়িতে হাত দিয়ে দেখ রক্ত বইছে, এও এক আশ্চর্য। ঐ যে ছোট মেয়েটা, তুনিয়াতে যার কেউ নেই, কি অসীম স্নেহেব বন্ধনে আমাকে ধরে বেখেছে, এও এক আশ্চর্য।

[দাত্থ কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে চলে যান। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।]

সাহুজী। ভদ্রলোকের কি মাথার গোলমাল আছে ?

দীপ্তি। (ম্লান হেসে) ওঁব কথা শুনে বুঝি তাই মনে হল ?

সাহুজী। উনি তোমার দাত্থ নন ?

দীপ্তি। না।

সাহুজী। ওই যে ভদ্রলোক একটু আগে এলেন, উনি তোমার দাদা ?

দীপ্তি। না

সাহুজী। তবে?

দীপ্তি। আমি একা। আমাব আপনার কেউ নেই। কিন্তু এরা—

সাহুজী। কি বল—

দীপ্তি। এবাই আমাব সব। এদেব ছেড়ে আমি থাকতে পাবব না।

সাহুজী। হুঁ, তুমি যে চাকবি কববে বলছিলে, কববে?

দীপ্তি। সত্যি আমায় আপনি চাকবি দেবেন?

সাহুজী। যদি তুমি মন দিয়ে কাজ কব।

দীপ্তি। নিশ্চয কবব, আমি তো কাজ কবতে চাই। কিন্তু আমাকে কি অন্য কোথাও যেতে হবে?

সাহুজী। না, তুমি এখানেই থাকবে, কাজ ঠিকমত কবলে তুমি অনেক টাকা পাবে।

দীপ্তি। কি করতে হবে আমায় বলুন—

সাহুজী। তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি বেশ বুদ্ধিমতী, খানিকটা লেখাপড়াও কবেছ, এ অঞ্চলেব লোকজনেব ওপব একটু নজব বাখতে হবে, দেখবে তাবা কোনবকম জটলা পাকাচ্ছে কিনা।

দীপ্তি। আমি একজনেব নাম শুনেছি।

সাহুজী। কে?

দীপ্তি। কানাই সামন্ত, মাঝে মাঝে সে এখানে আসে, অনেকবকম কথা বলে--

সাহুজী। কি বলে সে?

দীপ্তি। আমি কোনদিন শুনিনি, চোখেও দেখিনি তাকে।

সাহুজী। তবু সে কি চায়?

দীপ্তি। বিদ্রোহ।

সাহুজী। বিদ্রোহ। তাব সঙ্গেই আমার বোঝাপড়া—ওর ওপর তোমায় নজর রাখতে হবে। (থেমে) ঐ কানাই সামন্তকে আমার চাই।

দীপ্তি। (ভয়ে ভয়ে) এ কাজে কোন অন্যায় হবে না তো ?

সাহুজী। সেকি, এ যে দেশের কাজ।

দীপ্তি। যদি ওরা আমায় ধরে ফেলে ?

সাহুজী। সব সময় জানবে স্মরণ করলেই তুমি আমার সাহায্য পাবে।

দীপ্তি। বেশ আমি কাজ করব।

সাহুজী। তোমার বুদ্ধিব পরিচয় পেয়ে খুশী হলাম, তার ওপর তুমি সুন্দরী। এ কাজে লেগে থাকলে অনেক উন্নতি করবে।

দীপ্তি। অনেক টাকা আমি রোজগার করতে পারব ?

সাহুজী। এত টাকা যে তাতে তোমরা সবাই খুব আনন্দে থাকতে পারবে। এ ভাঙা বাড়ি ছেড়ে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করবে।

দীপ্তি। (চোখ দুটো জ্বলে ওঠে) আমি সব খবর দেবো।

[বাইরে দরজা ধাক্কার শব্দ]

সাহুজী। দরজা খোল, বোধহয় দিলদার এল।

[দীপ্তি দরজা খুললে দিলদার ঢোকে।]

দিলদার। হুজুর, জলও কমেছে, গাড়িও তৈরী। চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি।

সাহুজী। শোন দিলদার, তুমি মাঝে মাঝে এসে এর সঙ্গে দেখা করবে।

দিলদার। এই বাচাল মেয়েটির সঙ্গে ?

সাহুজী। আঃ, যা বলছি শোন, দরকারী কোন খবর দেবার থাকলে ও তোমায় জানিয়ে দেবে।

দিলদার। কাজ তাহলে হাসিল করেছেন হুজুর ?

সাহুজী। আমার ব্যাগটা দাও।

[দিলদার ব্যাগ দিলে সাহুজী তার ভেতর থেকে একটা খাম বার করে দীপ্তিকে দেন।]

সাহুজী। এটা তোমার কাছে রাখ, এর মধ্যে টাকা আছে।

দীপ্তি। (সবিস্ময়ে) টাকা?

সাহুজী। (হেসে) হ্যাঁ। মনে কর প্রথম মাসের মাইনে। অমন করে তাকাবার কিছু নেই, বুঝতেই পারছ তুমি বুদ্ধিমতী, কানাই সামন্তকে আমার চাই।

দীপ্তি। কানাই সামন্ত!

সাহুজী। আমরা এখন চলি। এই গোপাল ভাঁড় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

দিলদার। হুজুর, আপনিও আমায় গোপাল ভাঁড় বলছেন?

সাহুজী। একশ'বার বলছি, চল আমার সঙ্গে।

[দুজনে বেরিয়ে যায়। দীপ্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। খাম থেকে নোট বার করে দেখে। চোখে মুখে বিস্ময়, পরে আনন্দ, আবার খামের মধ্যে ভরে ফেলে। শ্রীলতা একটা নতুন শাড়ি নিয়ে ঢোকে।]

শ্রীলতা। এই দেখ দীপ্তি, তোর জন্যে দাদা কি কিনে এনেছে।

দীপ্তি। শাড়ি, আমার জন্যে, কেন?

শ্রীলতা। (হেসে) কেন, পরবি না?

দীপ্তি। আমার তো দরকার ছিল না, তোমাদের দরকার অনেক বেশী। তোমার, দাদুর, অসিতদার নিজের। কেন এমন করে পয়সা নষ্ট করল!

শ্রীলতা। সে তোর অসিতদাকেই জিজ্ঞেস করিস্!

দীপ্তি। কি হবে জিজ্ঞেস করে, আমি সব বুঝতে পারি। তোমরা আমাকে বেঁধে ফেলতে চাইছ, যাতে না আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই।

শ্রীলতা। পালিয়ে গিয়ে কি হবে?

দীপ্তি। আমি কাজ করব।

শ্রীলতা। তারপর?

দীপ্তি। তারপর, তারপর আবার কি?

শ্রীলতা। আমিও একদিন এরকম ভাবতাম, রোজগার করব, নিজের পায়ে দাঁড়াব, কিন্তু তোর অসিতদার সঙ্গে পরিচয় হবার পর সমস্ত মনটাই বদলে গেল। দেখলাম ওর মনটা কত বড়, মানুষের জন্যে কি দরদ, কতখানি মমতা। ভালবেসে আমাকে কাছে টেনে নিলে, প্রতিদানে কিছুই চাইলে না। ওকে দেখে আমিও বদলে গেলাম। আমার সব ইচ্ছেকে আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি, কিন্তু তার জন্যে দুঃখ পাইনি। পেয়েছি তৃপ্তি, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার তৃপ্তি।

দীপ্তি। তুমি নিজের সত্তাকে হারিয়েছ।

শ্রীলতা। হয়ত হারিয়েছি, কিন্তু পেয়েছি অনেক বেশী। আমি ভাবতাম সংসার করার জন্যে আমার জন্ম হয়নি। কিন্তু আজ ছাখ, এই পোড়ো বাড়িতে আমি সংসার পেতেছি। কবে সে আসবে, তারই আশায় দিন গুনছি। সে হাসবে, আমরা হাসব। এ যে কি আনন্দ, আমি তোকে বোঝাতে পারব না দীপ্তি।

দীপ্তি। তুমি কি সুখী হয়েছ বৌদি?

শ্রীলতা। আমার চেয়ে সুখী আজ কে? আমার জীবনে তো কোনও অভাব নেই, আমি যে সব পেয়েছি।

দীপ্তি। আশ্চর্য।

শ্রীলতা। কি আশ্চর্য?

দীপ্তি। এই প্রথম আমি একজন মেয়েকে বলতে শুনলাম সে সুখী। যাকেই জিজ্ঞেস করি, সে ঢোক গেলে, কেমন যেন আমতা আমতা করে। আমি জানি ওরা কেউ সুখী নয়। শুধু শুধু মাথায় সিঁদুর পরে বসে থাকে। অথচ তুমি বলছ তুমি সুখী।

শ্রীলতা। তা না হলে কি আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা জেনেও সংসার পাততে পারতাম। হয়ত একদিন এ বাড়ি ভেঙে পড়বে, হয়ত এ জীবন শেষ হয়ে যাবে তার জন্যে আমার ভয় নেই দীপ্তি, আমার পাওয়ার কলসী ভরে গেছে।

দীপ্তি। তোমাদের দু'জনকে আমি সত্যি আজও বুঝতে পারলাম না।

[দাত্থ ও অসিত কথা বলতে বলতে ঢোকে।]

দাত্থ। (হাসতে হাসতে) সত্যি সত্যি মেরেছে ?

অসিত। মেরেছে মানে ! দাদার নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

দাত্থ। তখন গঙ্গুদের কি হল ?

অসিত। নাকালের একশেষ। গঙ্গু বেচারী একে পেটুক মানুষ, বরযাত্রী হয়ে গেছে, ভেবেছিল এক সেব মাংস ওড়াবে। শেষ পর্যন্ত আঙুল চুষতে চুষতে বাড়ি ফিরেছে।

দাত্থ। দিব্যি হয়েছে। আহা এদেশের মেয়েগুলো যদি একটু ঐরকম কড়া মেজাজের হয় তখন ছেলের বাপরা বুঝতে পারে, পণ চাওয়ার কি মজা।

শ্রীলতা। কি হয়েছে কি ? এত হাসছ কেন ?

অসিত। শোননা দাত্থর কাছে।

দাত্থ। না, না, তুমিই গুছিয়ে বল।

দীপ্তি। তু'জনেই হাসে কেউ কথা বলে না, ব্যাপার কি ?

অসিত। বলছি বলছি, আমাদের অফিসের পেটুক গঙ্গু বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল বিয়ের রাত্রে মেয়ের বাবা পণের টাকা দেবে বরকর্তার হাতে। কিন্তু বেচারী গরীব মানুষ, পুরো টাকা যোগাড় করতে পারেনি, সাতশো টাকা কম হয়েছিল। ব্যস্, বরকর্তা বরের দাদা, রেগে আগুন। বল্লেন, এখুনি সব টাকা চাই, তা না হলে ছেলেকে পিঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাব। মেয়ের বাপ হাতে পায়ে ধরলে, বল্লে, এক মাসের মধ্যে সে টাকা মিটিয়ে দেবে, তবু ভদ্রলোক শোনেন না, অভদ্র ভাষায় সবাইকে অপমান করেন, তারপর যা হল—

[অসিত হাসতে আরম্ভ করে।]

শ্রীলতা। কি হল তাই বল।

অসিত। ছেলেকে আর পিঁড়ি থেকে উঠতে হল না, মেয়েই উঠে চলে গেল।

শ্রীলতা। তার মানে ?

অসিত। মেয়ে বল্লে, ঐ অভদ্রদের বাড়িতে বিয়ে করব না। এমন যে হবে বরপক্ষ মোটেই ভাবেনি। সবাই অবাক।

দীপ্তি। শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল না?

অসিত। কি করে হবে, ক'নে তো ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে বসে রইল। বরপক্ষ লজ্জায় অপমানে মাথা নীচু করে বিয়ের আসর থেকে বেরিয়ে এল। সবাইএর তখন প্রচণ্ড খিদে। এক গ্লাস সরবৎ পর্যন্ত কেউ খেতে পায়নি। ইষ্টিশান পর্যন্ত সব চুপচাপ গিয়েছিল, কোন কথা বলেনি। কিন্তু তারপর আর যায় কোথায়, ওয়েটিং রুমে ঢুকে বরকর্তাকে সবাই মিলে বেদম মার মেরেছে।

শ্রীলতা ও দীপ্তি। (সহাস্যে) একি সত্যি?

অসিত। আর বলছি কেন? সবচেয়ে রাগ হয়েছে বরের। সে তো দাদাকে এক এক ঘুষি মেরেছে আর বলেছে. তুমি বরকর্তা সেজে ছিলে বেশ ছিলে, অত ফোঁপর দালালি করবার কি ছিল! স্রেফ্ সাতশো টাকার জন্যে আমার বিয়েটা ভেঙে গেল, আর কি আমার বিয়ে হবে?

শ্রীলতা। (হাসি থামলে) কিন্তু মেয়েটির কি হল?

অসিত। কে আর সেখানে খবর নিতে যাবে। গঙ্গু আজ অফিসে খালি নিজের কান মলেছে আর বলেছে খবর্দার আর কখনও বরযাত্রী হয়ে যাব না। (একটু থেমে) দিন দিন যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দাদু, ভাগ্যিস্ আগে বিয়েটা হয়ে গেছে, তা না হলে আইবুড়ো কার্তিক হয়ে বসে থাকতে হত।

শ্রীলতা। পণের টাকা চাইলে কি হত বলা যায় না।

অসিত। পণের টাকা চাইব আমি, ওরে বাবা। তোমার সেই দুই কাকা, কি নাম, কার্তিক আর গণেশ, আমি তো তাদের দেখে ভয়েই অস্থির। যেমনি বাজখাঁই গলা তেমনি গামার মত চেহারা।

শ্রীলতা। শুনছেন তো দাদু, জামাই কেমন খুড়শ্বশুরদের রূপ বর্ণনা করছে।

দাদু। এর মধ্যে আমার কথা না বলাই ভাল। অসিত আজই

আমার জন্য এই কম্ফটরটা কিনে এনেছে। (গলায় জড়াতে জড়াতে) আর তোমার হাতে রান্নাঘরের ভার, বেফাঁস কিছু বলে ফেল্লে কি আর রক্ষে আছে!

দীপ্তি। (হেসে) দাছু, তুমিও তাহলে সুবিধেবাদী।

অসিত। (ঠাট্টা করে) তুই বুঝি নোস্?

দীপ্তি। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া, কথা বলব না।

অসিত। আমি আবার কি করলাম?

দীপ্তি। কেন তুমি আমার জন্যে শাড়ি কিনে এনেছ?

অসিত। দেখছ তো লতা, আমি যা বলেছিলাম ঠিক কিনা। শাড়ি দেখেই দীপ্তি দপ্ করে জ্বলে উঠবে, যদিও মনে মনে খুশী হবে।

দীপ্তি। আমি মোটেই খুশী হইনি।

অসিত। তাতে আমার বয়ে গেল।

দীপ্তি। আচ্ছা দাঁড়াও আমিও তোমায় জব্দ কবব। কালই আমি বাজার থেকে একগাদা জিনিস কিনে আনব। অসিতদার জন্যে প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জি, রুমাল—

অসিত। জুতো, মোজা, হ্যাট্, কোট—

দীপ্তি। তুমি ভাবছ আমি ঠাট্টা করছি। জানো আমার চাকরি হয়েছে!

অসিত। (ঠাট্টা করে) তাই নাকি, কোথায়?

দীপ্তি। সে আমি বলব না।

অসিত।—দাছু, দীপ্তির চাকরি হোক আর নাই হোক, ওর বরাত খুলেছে।

শ্রীলতা। কি রকম?

অসিত। তার নাম বলব না, একটি সুশ্রী, সুন্দর যুবা-পুরুষ ওকে বিয়ে করার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে।

শ্রীলতা। (হেসে) তোমায় কে বল্লে?

অসিত। কে আবার সে নিজে। ফিরতে কি আজ সাধে দেরী হল, সে ছোকরা আমায় কিছুতেই চা না খাইয়ে ছাড়লে না।

তার ওপর অনর্গল কানের কাছে বলে গেল দীপ্তির মত সুন্দরী মেয়ে সে দেখেনি, তাকে না পেলে জীবন বৃথা, এই সব আর কি। দাবি-দাওয়া কিছু নেই—

দীপ্তি। থাকবে কোত্থেকে, বরকর্তার মার খাবার গল্প তাকে তো নিশ্চয় শুনিয়েছো। কিন্তু তার মতলবটা কি? ভেবেছে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে এখানে থাকবে?

অসিত। না রে, ছোকরার পয়সা আছে। বল্লে নিজের বাড়ি।

দাদু। কি করে?

অসিত। রাজনীতি। ও কানাই সামন্তর চ্যালা।

দীপ্তি। (বিস্ময়ে) কানাই সামন্ত! আচ্ছা অসিতদা, তুমি কানাই সামন্তকে চেন? জান সে কোথায়?

অসিত। কেন, তার খোঁজে তোর কি দরকার?

দীপ্তি। তুমি তাকে দেখেছ?

অসিত। না।

দীপ্তি। কে দেখেছে বলতে পার?

[দরজায় ধাক্কা, বাইরে থেকে চীৎকার—দরজা খোল, দরজা খোল—]

অসিত। (জোরে) এত রাত্রে কে?

(বাইরে থেকে)। আমরা আশ্রয় চাই।

অসিত। এখানে জায়গা বড় কম।

(বাইরে থেকে)। তবু দরজা খোল।

অসিত। অন্য কোথাও দেখ না।

(বাইরে থেকে)—কত জায়গায় গেছি, কেউ দরজা খোলে না। আমার সঙ্গে রুগী আছে, দরজা খোল।

[অসিত দরজা খুলে দেয়। একটি যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে একজন অসুস্থ লোক ঘরে ঢোকে।]

যুবক। অনেক দূর থেকে আসছি। ইনি অসুস্থ, কোথাও জায়গা পেলাম না, তাই জোর করে এখানে ঢুকে পড়েছি।

অসিত। (ব্যস্ত হয়ে) কি হয়েছে এর ?

যুবক। ওরা একে মেবেছে, নির্দয়ভাবে মেরেছে।

দাত্থ। কেন, কোন্ অপরাধে ?

যুবক। অপরাধ ? বাঁচতে চেয়েছে, এই ওর অপরাধ। মাতৃ-ভাষায় কথা বলেছে, এই ওর অপবাধ। এব শরীর কাঁপছে, কোথাও একটু বসতে দিন।

[ওকে ধরাধরি করে সবাই চেয়ারে বসিয়ে দেয়।]

দাত্থ। (ভদ্রলোকের পিঠ দেখে শিউরে উঠে) কি সর্বনাশ, সারা পিঠে চাবুকেব দাগ !—একি অমানুষিক অত্যাচার !

যুবক। ও তো কিছুই নয়, এব চেয়েও বেশী অত্যাচার করেছে ওব মনেব ওপর। শবীব হয়ত একদিন সেরে যাবে, মন কোনদিন সাববে না।

দীপ্তি। এব কি কোন প্রতিকাব নেই ?

দাত্থ। কে প্রতিকাব কববে ? আমাদেব কোন অভিযোগই তো ওরা শোনে না। এদের কথাই বা শুনবে কেন। ওরা মনে করে আমরা ভিখারীর জাত, যদি কোন কথা বলতে যাই ভাবে ভিক্ষে চাইছি। চারটে ফুটো পয়সা ছুড়ে দেয়, আমরা কুর্নিশ কবে চলে আসি।

দীপ্তি। এর বিচার একদিন হবে।

যুবক। কে কববে ?

দীপ্তি। ভগবান।

যুবক। (বিদ্রূপ করে) এখনও ভগবানে বিশ্বাস কর, ভাল। যদি থাকেও সে হাবা কালা বুড়ো, শুনতে পায় না। তার ওপর লোভ, বড়লোকী নৈবিদ্যির দিকে জুল জুল করে তাকায়। আমাদের দেওয়া বাতাসা সে নেয় না।

শ্রীলতা। এভাবে কথা বোল না পাপ হবে।

যুবক। তবু তো কিছু হবে। এভাবে যে আর বসে থাকতে পারি না। নিষ্ফল আক্রোশে নিজেই শুধু শুকিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু

কার জন্যে কি করতে পারলাম! নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। কেন আমি মানুষ হয়ে জন্মালাম!

অসিত। কিছু খাবে?

যুবক। না।

অসিত। ওকে দেবো?

যুবক। ও এখন খেতে পারবে না, বড় দুর্বল।

শ্রীলতা। উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন—

দাদু। ঘুমতে দিও। ঘুমই ওর ওষুধ।

[রবীন্দ্রনাথের 'হতভাগ্যের গান' থেকে কয়েকটা লাইন দাদু ও যুবক আবৃত্তি করে।]

দাদু। হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা, নাহিক তাহে প্রতারণা—
টানো যখন মরণফাঁসি বলনাকো মিষ্ট ভাষ
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

যুবক। আশারে কই, ঠাকুরানী, তোমার খেলা অনেক জানি
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস্‌
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

দুজনে। রিক্ত যারা সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

যুবক। দেখ কত সহজে আমাদের সুর মিলে গেল। আমরা রিক্ত তাই এ হতভাগ্যের গান গাইতে পারি।

দাদু। আমি বৃদ্ধ।

যুবক। আমি যুবক।

দাদু। অথচ কণ্ঠে আমাদের এক গান। কেন তুমি এখানে এলে? আমাদের এই অভিশপ্ত জীবনের ছায়া যে তোমার ওপরেও পড়বে।

যুবক। পড়ুক, আমি পরোয়া করিনা। যদিও আগে আমি এখানে আসিনি, তবু এ বাড়ি আমার অতি পরিচিত।, কতদিন আমি স্বপ্নে দেখেছি সুজলা সুফলা শান্তির কুঞ্জ।

দাদু। সে সব কথা আর মনে করিয়ে দিওনা। ওরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। এইতো দেখছো এ বাড়ির অবস্থা, কবে ভেঙ্গে পড়বে কে জানে।

যুবক। না আমরা ভাঙ্গতে দেব না।

সকলে। কী কববে?

যুবক। এখানে আমরা নতুন ইমারত গড়ব।

সকলে। সত্যি?

যুবক। তোমরা কানাই সামন্তর নাম শুনেছ?

সকলে। শুনেছি।

যুবক। সে এখানে কখনো এসেছে?

অসিত। না।

দীপ্তি। তবে তাব দলের লোকেরা যাওয়া আসা কবে।

যুবক। তুমি কি করে জানলে।

দীপ্তি। এক ভদ্রলোক তাদেব খোঁজ নিতে এসেছিলেন।

যুবক। তাই নাকি? দরজাটা বন্ধ করে দি।

[দরজটা বন্ধ করে দেয়]

যুবক। আমি সেই কানাই সামন্তর আদর্শে কাজ করতে চাই।

দাদু। কে এই কানাই সামন্ত?

যুবক। সে এক বিচিত্র মানুষ, বিদ্রোহের প্রতীক। তার সঙ্গে সামনাসামনি আমার কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু তার আহ্বান আমি অন্তরে শুনতে পেয়েছি।

দীপ্তি। এখানে তোমরা কি করবে?

যুবক। মরা মানুষগুলোকে জাগাবো।

দীপ্তি। তার মানে?

যুবক। প্রয়োজন হলে আত্মোৎসর্গ করব।

শ্রীলতা। তোমার কথা শুনে আমার ভয় করছে। আমাদের কাছে কেন এসেছ? কি চাও?

যুবক। নিতে তো আসিনি দিতে এসেছি।

শ্রীলতা। কি দেবে?

যুবক। প্রাণ

দাদু। দিয়ে কি হবে?

যুবক। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

দীপ্তি। ক্ষয় নেই? সত্যি ক্ষয় নেই?

যুবক। না।

দীপ্তি! কি কবতে হবে আমাদের?

যুবক। অনেক কাজ, প্রথমে এই ভাঙ্গা বাড়িটাকে মজবুত করতে হবে। ঐ খঞ্জ বৃদ্ধকে শক্তি দিতে হবে, ঐ মুমূর্ষুর সেবা করতে হবে, আর ঐ মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

দীপ্তি। যদি তোমার ডাকে কেউ সাড়া না দেয় আমি দেবো।

সকলে। আমরা দেব।

যুবক। তবে এসো আমরা এখানে প্রতিজ্ঞা করি, নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থের কথা ভেবে আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই। যে জীবন স্রোত বয়ে চলেছে তাকে যেন আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মানুষের সেবায় যেন নিজেদের উৎসর্গ কবি। বল, বন্দে মাতরম্।

সকলে। বন্দে মাতরম্ (১বার)

[দরজায় করাঘাত]

যুবক। দেখ কে এল, খুব সাবধান

[সাহুজী ও দিলদার দ্রুত প্রবেশ করে।]

সাহুজী। সেই মেয়েটি কোথায়, সেই মেয়েটি—

অসিত। কাকে খুঁজছেন?

সাহুজী। (দীপ্তিকে দেখিয়ে) ওকে।

দীপ্তি। (এগিয়ে গিয়ে) কি হয়েছে?

সাহুজী। (চাপা গলায়) আমি যে খামটা দিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা খুব দরকারী কাগজ চলে গেছে। সেটা এখুনি চাই।

দীপ্তি। আমি তো লক্ষ্য করিনি, যদি থাকে নিয়ে আসছি।

[দীপ্তি ঘরের মধ্যে চলে যায়। সাহুজীরা ঘরের কোণের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যদিকে অসুস্থ ভদ্রলোক কথা বলেন।]

ভদ্রলোক। আমাকে একটু জল দেবে?

শ্রীলতা। এই যে জল। (জল এগিয়ে দেয়।)

ভদ্রলোক। তুমি কেন মা? ওঃ, বুকের জ্বালা অনেকটা জুড়িয়ে গেল।

শ্রীলতা। না, না, আপনি উঠবেন না।

ভদ্রলোক। এ আমি কোথায়? খুব চেনা মনে হচ্ছে। আগে কি আমি এখানে ছিলাম?

যুবক। এখন শরীর কেমন লাগছে?

ভদ্রলোক। অনেকটা ভাল। (বুকে হাত দিয়ে) বড় ব্যথা। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তা না হলে আমি বাঁচতাম না। ওরা আমাকে মেরে শেষ করে দিত। তুমি কে বাবা?

যুবক। আপনারই মত আরেকজন হতভাগ্য।

[দীপ্তি একটা কাগজ নিয়ে ঢোকে, সাহুজীর দিকে এগিয়ে যায়]

দীপ্তি। এই কাগজটা খুঁজছিলেন?

সাহুজী। (হাতে নিয়ে খুশী হয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুল করে ঐ খামের মধ্যে চলে গিয়েছিল। আচ্ছা তোমার নাম কি?

দীপ্তি। দীপ্তি।

দিলদার। (যুবকদের দেখিয়ে) ওরা কারা? আগে তো এখানে দেখিনি।

দীপ্তি। নতুন এসেছেন।

সাহুজী। কোথা থেকে?

দীপ্তি। জানি না।

সাহুজী। তবে?

দীপ্তি। একজন অসুস্থ, আর একজন তাকে নিয়ে এসেছে। আমরা ওদের আশ্রয় দিয়েছি মাত্র।

সাহুজী। ওঃ। (ভাল করে দেখে নিয়ে) আচ্ছা আমরা এখন চলি।

[ভদ্রলোক এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদের লক্ষ্য করছিলেন।]

ভদ্রলোক। (জোরে) যাবেন না।

সাহুজী। কে?

ভদ্রলোক। যাবেন না, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।

সাহুজী। কে আমি?

ভদ্রলোক। আমাকে একটু ওঁর কাছে নিয়ে চল তো। তোমরা চিনতে পারছ না ওঁকে? (যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে) আপনার স্তোকবাক্যের কথা আমি আজও ভুলিনি: 'ঘর গেছে যাক, পরোয়া নেই। সমস্ত দেশ তোমার। যেখানে যাবে সেখানেই পাবে সাদর অভ্যর্থনা।' আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে, এই দেখুন কেমন আদরযত্ন ওরা আমায় করেছে। (ভদ্রলোক পেছন ফিরে দাঁড়ান, তাঁর পিঠের দাগ সাহুজী দেখতে পান।)

সাহুজী। আঃ, আমি ওসব দেখতে চাই না।

ভদ্রলোক। দেখতে আপনাকে হবেই।

সকলে। কে উনি?

ভদ্রলোক। এখনও চিনতে পারলে না, আমাদের জনগণমনের অধিনায়ক, দেশের ভাগ্যবিধাতা—সাহুজী।

সকলে। (সবিস্ময়ে) সাহুজী!

সাহুজী। ওরা নিশ্চয় তোমাকে শুধু শুধু মারেনি, তুমি দোষ করেছ।

দাদু। না সাহুজী, ও নিরপরাধ, শুধু জাতিবিদ্বেষের ফলে এর ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। আপনি এর সুবিচার করুন।

সাহুজী। শুধু এর কথা শুনলে তো হবে না, ওদের বক্তব্যও আমায় শুনতে হবে।

দাদু। নিশ্চয় শুনবেন, কিন্তু আমরা চাই ন্যায়বিচার।

সাহুজী। কি নাম তোমার ?

ভদ্রলোক। তা জেনে কি লাভ ? আমি জানি বিচার হবে না, তার নামে হবে প্রহসন। আমাদের দেশপ্রেমিক সাহুজী আর নেই, সে মরেছে। সিংহাসনে বসার পর আজ যাকে সামনে দেখছি সে সাহুজী নয়, মহম্মদ তুঘলক। তোমার খামখেয়ালির জন্যে সমস্ত দেশটা আজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

সাহুজী। চুপ কর দাম্ভিক। নাম না বল্লেও আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কে ?

ভদ্রলোক। কে ?

সাহুজী। কানাই সামন্ত।

সকলে। (বিস্ময়ে) কানাই সামন্ত !

সাহুজী। ইচ্ছে করে এখানকার লোকগুলোকে খ্যাপাবার জন্যে নিজের দেহটাকে বিকৃত করে নিয়ে এসেছ, যাতে এদের সহানুভূতি পাও। কিন্তু এইটুকু জেনে রেখো, লড়তে যখন নেমেছি, সকলের সামনে তোমার মুখোশ আমি খুলে দেবো। দেখিয়ে দেবো, কতখানি স্বার্থপর, টাকার লোভে কত সহজে তুমি নিজেকে বিক্রি করতে পার।

[যুবক এতক্ষণ দুজনের তর্ক শুনছিল, ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর তার কাঁপছে। এগিয়ে গিয়ে বলতে শুরু করে।]

যুবক। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, দু'জন মহাপুরুষের একসঙ্গে সাক্ষাৎ পেলাম, এই পোড়ো বাড়ির মধ্যে। একদিকে সাহুজী, আর একদিকে কানাই সামন্ত। একজন দণ্ডমুণ্ডের

অধিকর্তা, আর একজন জনসাধারণের নেতা। একজনের হাতে শক্তি, আর একজনের হাতে জনতা। আমি আপনাদের দুজনকেই প্রণাম করি।

দাদু। স্থির হও যুবক।

যুবক। আমি স্থির হতে পাচ্ছি না দাদু। সমস্ত শরীর আমার কাঁপছে। একি আমার কম বড় সৌভাগ্য! আজ ইনি সিংহাসনে, কাল হয়ত উনি বসবেন। দু'জনকে একসঙ্গে পেয়েছি, আমার আর্জিটা এইবেলা এঁদের কাছে পেশ করে দি'। যদি মঞ্জুর হয়ে যায়, আমার চেয়ে সুখী এ পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না।

সাহুজী। কি তোমার আর্জি?

যুবক। আমাকে জন্তু করে দিন।

অনেকে। জন্তু?

যুবক। দেখতে পাচ্ছেন না সাহুজী, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে কতখানি নীচে আমাদের নামতে হয়েছে। হাত জোড় করে বলছি, আর একটুখানি নামিয়ে দিন। জন্তু করে দিন। কুকুর হলেও আমি সুখে থাকব। কাপড়ের জন্যে ভিক্ষে চাইতে হবে না, খিদে পেলে আঁস্তাকুড়ে মুখ দিয়ে খেতে পারব, লজ্জা করবে না।

সাহুজী। কি বলছো তুমি পাগলের মত।

যুবক। আমাকে বাঁদর করে দিন, ভাল্লুক করে দিন, শুধু দুটো খেতে দেবেন। আমি কত টাকা ভিক্ষে চেয়ে এনে দেবো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখাব, মানুষকে আনন্দ দেবো।

সাহুজী। (রেগে) চল দিলদার। এরা সব পাগল।

[যুবক ছুটে গিয়ে দরজা ধরে দাঁড়ায়।]

যুবক। না, যেতে পাবে না। আমাকে কথা দিয়ে যাও, আমাকে জন্তু করে দেবে, বল, চুপ করে থেকো না উত্তর দাও।

[যুককের অস্বাভাবিক হাবভাব দেখে সকলে ভয় পেয়ে যায়। যুবক আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে যায়।]

যুবক। তোমরা সবাই আমাকে ভয় পাচ্ছ, ভাবছ আমি

পাগল। আমি পাগল নই। বিশ্বাস কর। (স্টেজের মাঝখানে দীপ্তিকে দেখে তার কাছে গিয়ে) তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, আমি পাগল নই। ওরা আমাকে পাগল ভাবে কারণ মানুষের দুঃখ দেখলে আমার চোখে জল আসে। কারণ মিথ্যের সঙ্গে আমি আপোষ করতে পারি না। কারণ মানুষের তৈরী অসাম্যকে ভগবানের নির্দেশ বলে মেনে নিতে পারি না। তুমি অন্তত বিশ্বাস কর আমি পাগল নই।

[আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

এখানে নাটক এসে পৌঁছল একেবারে সাহুজীর প্রাসাদে। খানকয়েক দামী পর্দা দিয়ে এখানকার আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পেছনের প্রায়-অন্ধকার জায়গাটায় একটা সিংহাসন। বাদশাহী আমলের ছাঁচে তৈরী। সামনের দিকে খানতিনেক চেয়ার আর টেবিল। জিনিসগুলো দামী।

এ জায়গাটাকে প্রাসাদের কক্ষ ভাবলে ভুল করা হবে। এখানে অবসর সময়ে সাহুজী বসেন, বিশিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করেন। সাহুজীর বয়েস ষাটের ওপর, দেখলে বোঝা যায় তিনি একদিন সুন্দর ছিলেন। কিন্তু রাজকুমারীকে এখনও সুন্দরী বলেই ভুল হয়। বয়েস যথেষ্ট হলেও সাজের চটক সম্পূর্ণ আধুনিকার মত। দিলদার চিরকেলে ভাঁড়। পোষাক সে পরিবর্তন করে না, এমন কি স্বভাবটাকেও না। সে হাসে, লোককে হাসায়, তারি মধ্যে দিয়ে অনেক বড কথা বলে ফেলে খুব সহজভাবে। শ্রীপতি শিল্পপতি, পাকা ব্যবসায়ী, পয়সা দিয়ে আভিজাত্যকেও সে কিনে ফেলেছে। ঘরে ঢুকলে লোকের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করবেই।

পর্দা যখন উঠল তখন সকাল। যদিও সাহুজী রাজকুমারীর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছেন কিন্তু প্রায়ই ভ্রূ কুঁচকে উঠছে। দেখলেই বোঝা যায় কোন বিষয় নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত।

রাজকুমারী। সত্যি বলছি সাহুজী, এখন আমার বাইরে বেরনই বিপদ হয়েছে, যা পরে বেরই মেয়েরা ভাবে সেইটেই বুঝি আজকের দিনে স্টাইল। আপনার তো মনে আছে, সেদিন শরীরটা খারাপ ছিল, পার্টিতে গেলাম গলায় একটা কালো রঙের স্কার্ফ জড়িয়ে, এখন দেখেছেন তো, সব পার্টিতেই মেয়েরা গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে আসছে। এক এক সময় মনে হয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার যে এটা স্টাইল নয়।

সাহুজী। আমার কিন্তু সেদিকে ভয় নেই, সাজপোশাক প্রায় একই রকম, তার ওপর বয়েস হয়েছে, তাই আমাকে বড় একটা কেউ কপি করে না।

রাজ। (হাসতে হাসতে) সেবার আপনার বাড়িতে কোন একটা উৎসবে খোঁপায় একটা বড় রুপোর নাকছাবি লাগিয়েছিলাম। ব্যস্ এখন সব স্যাকরার দোকানে দেখবেন নানারকমের রুপোর নাকছাবি তৈরি করছে, সুন্দরীরা খোঁপায় পরবে বলে।

সাহুজী। কিন্তু যাই বলুন রাজকুমারী, আপনার সাজের তারিফ আমিও করি। রূপচর্চা একটা বিদ্যে, সবাই তা পারে না। আপনার সাজ কখনও চোখে পড়ে না, অথচ দেখতে সুন্দর লাগে।

রাজ। (খুশী হয়ে) ওটা আমি শিখেছিলাম এক ফরাসী মাদামের কাছে, উনি সপ্তাহে দু'দিন এসে আমাকে রূপচর্চা শেখাতেন।

সাহুজী। আপনি ভাগ্যবতী, রুপোর চামচে মুখে নিয়ে আপনাদের জন্ম। অথচ সুযোগের অপব্যবহার আপনি করেন নি।

রাজ। সেকথা সত্যি। ছোটবেলা থেকে এক ইংরেজ পরিচারিকার কাছে মানুষ। তাই তাদের ভাষাটা আয়ত্ত করেছি নিখুঁতভাবে, যেন ইংরেজী আমার মাতৃভাষা। এসব শিখেছিলাম বলেই তো আপনাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তা না হলে মনে করুন বাবার রাজত্ব চলে যাবার পর আমাকেও উদ্বাস্তুদের মত ভেসে বেড়াতে হত।

সাহুজী। (ভুরু কুঁচকে) জানি না দেশীয় রাজ্য কেড়ে নেবার জন্যে আপনি কটূক্তি করছেন কিনা।

রাজ। মোটেই না। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব খুশী হয়েছি। রাজ্য থাকলে হয়ত টাকাকড়ি বেশী থাকত, কিন্তু এখন আমাদের সম্মান অনেক বেশী। আগে আমাদের প্রতিভা আটকে ছিল ছোট্ট রাজ্যের মধ্যে, এখন আর তার কোন বাঁধ নেই।

সাহুজী। সকলে কিন্তু আপনার মত বিচক্ষণ নয়।

রাজ। তারা কোন কাজেরও নয়। তাই কাজের সমুদ্র দেখে ঘাবড়ে গেছে। আমার শরীর উত্তেজনায় ভরে ওঠে, আজ এক প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন, কাল কোন হাসপাতালের জন্যে ভিত্

খোঁড়া, পরশু দিন বনমহোৎসব, আঃ, কত কাজ, কত বক্তৃতা! অবশ্য আপনাকে আর কি বলব, আমাব চেয়ে অনেক বড় কর্মী আপনি, অনেক বড় বক্তা।

সাহুজী। আগে সে অহংকার করতে পারতাম, কিন্তু বয়েস হয়ে গেছে, এখন আর পারি না। তবে নেপথ্যে বলে রাখি আপনার কর্মপদ্ধতির উপব আমাব সযত্ন লক্ষ্য সব সময় আছে। দেখছি আপনার অগ্রগতি খুব দ্রুত।

রাজ। সে তো আপনাবই সৌজন্যে। যে সব অনুষ্ঠানে আপনি যেতে চান না বা সময়ের অভাবে যেতে পারেন না, তারা সবাই আমার কাছে আসে। আমিও তো মানুষ, কত আর পারব বলুন।

সাহুজী। সত্যি আশ্চর্য, আমার দপ্তবে এতগুলো লোক রয়েছে অথচ কেউ তাদেব সভায় নিয়ে যেতে চায় না। (একটু থেমে) আর নিয়ে যাবেই বা কেন, যেমনি সব চেহারা তেমনি বক্তৃতা দেবার ছিরি। পাঁচ লাইন নির্ভুল বলতে পারে না।

রাজ। এখন বুঝতে পেরেছেন কাদের নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। (একটু থেমে) মুশকিলে পড়েছি এক প্রকাশককে নিয়ে।

সাহুজী। কেন, সে কি চায়?

রাজ। আমাকে বই লিখতে হবে।

সাহুজী। কি বই?

রাজ। আত্মজীবনী। একসঙ্গে পাঁচটা ভাষায় অনুবাদ হয়ে বেরবে।

সাহুজী। (খুশী হয়ে) এ তো ভাল কথা, লিখুন।

রাজ। (চিন্তিত হয়ে) লিখবটা কি? যদি লিখি আমি বাজার মেয়ে ছিলাম, দেশের চেয়ে বিদেশে কাটিয়েছি বেশী, আপনার সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়, তাহলেই হয়েছে, পরের নির্বাচনে আর কেউ ভোট দেবে না।

সাহুজী। (হেসে) খুব বিচক্ষণ আপনি।

রাজ। আত্মজীবনী লেখা আপনার শোভা পায়। সাতবার জেলে গেছেন, দশবার দেশের জন্যে আন্দোলন করেছেন, দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছেন। (অতীতের কথা ভেবে) সে দিন-গুলোর কথা আমার এখনও মনে পড়ে।—রাজধানীর রাস্তা দিয়ে আপনি মুক্তিকামী জনতার মিছিল নিয়ে যেতেন, নেতা হবার যোগ্য চেহারা ছিল আপনার, দুপাশের বাড়ি থেকে মেয়েরা হর্ষধ্বনি করত, তাদের মত আমিও দেখতাম, অস্বীকার করব না, আপনার ব্যক্তিত্বকে আমি ভালবেসেছিলাম।

সাহুজী। (হেসে) হাঃ হাঃ হাঃ, এসব কথা আজ শুনলে মনে হয় কবেকার যেন গল্প। তবে হ্যাঁ, আদর্শের জন্যে সংগ্রাম করেছি খুব, সেদিন যারা শত্রু ছিল তাদের মধ্যে অনেকে এখন বন্ধু হয়েছে, আবার যারা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল, আজ তারা চরম শত্রু।

রাজ। নিজেদের মতলব সিদ্ধি না করতে পারলেই বন্ধুরা শত্রু হয়।

সাহুজী। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) বিনা মতলবে কেউ বন্ধুও হয় না রাজকুমারী! রাজনীতি আমায় তা পদে পদে শিখিয়ে দিচ্ছে।

রাজ। সাহুজী, একটা সত্যি কথা আমাকে বলবেন?

সাহুজী। কি কথা রাজকুমারী?

রাজ। আমার মনে হয় কোন বিষয় নিয়ে আপনি খুব বেশী রকম চিন্তিত। কি হয়েছে আমাকে বলুন।

সাহুজী। না, কিছুই হয়নি।

রাজ। আপনি কথা গোপন করছেন।

সাহুজী। না রাজকুমারী, আমি নিজেই ঠিক জানি না। তবে এক এক সময় মনে হয়, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড় উঠবে।

রাজ। কিসের ঝড়?

সাহুজী। বলছি তো সবই আমার অনুমান। হয়ত কিছুই হবে না, কিন্তু সেই ভাঙ্গা বাড়ির লোকগুলো, যাদের ছাদ দিয়ে

জল পড়ে, চোখে যাদের ভর্ৎসনা, মুখে এক অবোধ্য হাসি, তাদের আমার ভাল লাগেনি। কি বলতে চায় ওরা?

রাজ। ওরা কি তা বলেনি?

সাহুজী। হয়ত বলেছে, কিন্তু যা বলেনি তা অনেক বেশী।

রাজ। যদি মনে হয় তারা গোলমাল পাকাবে, কঠিন শাস্তি দিন।

সাহুজী। দিতাম, কঠিন শাস্তি আমি তাদের দিতাম রাজকুমারী, কিন্তু কেন জানি না সেদিন মনে হল তারা আমায় ভালবাসে।

[দিলদারের প্রবেশ]

দিলদার। দেশের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা, আমার ভাগ্যবিধান, রাজকুমারীর ভাগ্যনির্মাতা, সাহুজীকে, বাদশাহী মেজাজ—

রাজ। দিলদার, আমি সাহুজীর সঙ্গে একটু কথা বলছিলাম—

দিলদার। সে তো খুবই ভাল কথা, যত ইচ্ছে আপনি কথা বলুন, আমি কোন আপত্তি করব না।

রাজ। আপত্তির প্রশ্ন উঠছে না, কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দিলদার। তাহলে আপনাদের একটু কাছে গিয়ে বসি।

রাজ। (রেগে) এবং গোপনীয়।

দিলদার। তাহলে কি বলছেন জানালা দরজা বন্ধ করে দেব, যাতে বাইরের লোক না শুনতে পায়।

সাহুজী। (হেসে) দিলদার, তুমি দেখছি সত্যিই একটা বোকা গোপাল ভাঁড়।

দিলদার। হুজুর, দুনিয়াসুদ্ধ লোকে আমায় বোকা বলে, বলুক, আমি গ্রাহ্য করি না। যে সত্যি কথা বলছে তাকে তো আর থামানো যায় না। তবে আপনিও যদি বলেন হুজুর তবে আমি বড় দুঃখ পাই, চোখে আমার পানি আসে।

সাহুজী। এই নাও রুমাল, মুছে ফেল।

দিলদার। (চোখ মুছতে মুছতে) আমি তো বোকাই, তা না হলে বাবার ভেজাল ঘিয়ের কারবার ছেড়ে আমি লেখাপড়া শিখতে

গেলাম কেন? আমি তো বোকাই, তা না হলে সত্যাগ্রহ করে জেলে পচে আসল জীবনটা নষ্ট কবলাম কেন? কিন্তু এতদিনে একটা চালাকের কাজ আমি করেছি। ভাঁড় হয়ে আপনার দরবাবে ঢুকে পড়েছি। এখন যদি আপনি আমায় বোকা বলেন, তাহলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না হুজুর।

রাজ। দিলদার মাঝে মাঝে কথা বলে ভাল, তবে আদব-কায়দা একেবারে শেখেনি।

দিলদাব। ঐ জন্যেই ভাঁড় হতে পেরেছি বাজকুমারী। কেতা-দুরস্ত হলে হুজুর আর ছাড়তেন না, জোর কবে মন্ত্রীসভায় বসিয়ে দিতেন। তখন কি বিপদেই পড়তাম বলুন তো!

সাহুজী। বিপদ কি হে দিলদার, তাতে তো তোমাব পদোন্নতি হত।

দিলদাব। (হাতজোড় কবে) ও পদোন্নতিতে দরকার নেই হুজুব। কোথায় কি বেফাঁস বলে ফেলতাম, হয়ত নারীকল্যাণ সমিতিব বার্ষিক উৎসবে পড়ে দিয়ে আসতাম কুকুব বক্ষা বাহিনীব উদ্বোধনী ভাষণ। আর কি আমার রক্ষে ছিল, পিটিয়ে ধানগাছের তক্তা বানাত।

সাহুজী। (সহাস্যে) এবকমও হচ্ছে নাকি?

দিলদাব। হচ্ছে না মানে? এই তো সেদিন কোন্ এক শহীদের মৃত্যুবার্ষিকী, বিরাট প্যাণ্ডেল, লোকে লোকারণ্য, পাঁচটা মাইক, আটটা ক্যামেরা, দশটা প্রেস। সভাপতি অগ্নিযুগের হিংসাত্মক বিপ্লব থেকে বক্তৃতা শুরু করলেন, জ্বালাময়ী ভাষায় বলে গেলেন আধঘণ্টা ধরে কিন্তু কিছুতেই আব মনে করতে পারছেন না, আজ কোন্ শহীদের মৃত্যুবার্ষিকী। এদিক ওদিক দেখছেন, ছবি খুঁজছেন। বুঝতে পেবে আমি একটা ছোট কাগজে নামটা লিখে তাঁব কাছে পাঠিয়ে দিলাম, পড়ে এক গাল হাসি। শহীদের নামে অসংখ্য বিশেষণ দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বসে পড়লেন। চারিদিকে হাততালি।

রাজ। তুমিও হাততালি দিয়েছিলে দিলদার ?

দিলদার। দিতে পারিনি রাজকুমারী।

রাজ। কেন ?

দিলদার। তখন আমি ভাবছিলাম, গভীর মনোযোগ দিয়ে।

রাজ। কি ভাবছিলে ?

দিলদার। ভাগ্যিস আমি শহীদ হইনি। মরেও শান্তি ছিল না, শোকসভায় এসে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকতে হোত নেতারা ঠিক নাম বলছে কি বলছে না শোনবার জন্যে।

সাহুজী। যত তোমার উদ্ভট চিন্তা দিলদার !

দিলদার। ঐটের জন্যেই বেঁচে আছি হুজুর, চিন্তা বড় ভাল জিনিস তার ওপর ট্যাক্স বসে না, তার জন্যে কাগজের গালাগাল শুনতে হয় না, চাই কি ঐদিকে মন দিলে চিন্তাশ্রী আখ্যাও পাওয়া যায়।

সাহুজী। কাজের কথা বল দিলদার, তুমি সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেছিলে ?

দিলদার। হ্যাঁ, করেছিলাম।

সাহুজী। কি যেন তার নাম ?

দিলদার। দীপ্তি। হ্যাঁ দেখা করেছি।

সাহুজী। কিছু বল্লে সে ?

দিলদার। আজ আসবে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

সাহুজী। অতি উত্তম। কানাই সামন্তর আর কোন খবর পেয়েছো ?

দিলদার। পেয়েছি।

সাহুজী। সে এখন কোথায় ?

দিলদার। পাশের ঘরে।

সাহুজী। তার মানে ?

দিলদার। ও এসেছে আপনার কাছে।

সাহুজী। এতক্ষণ বলনি কেন ?

দিলদার। বলতেই তো এসেছিলাম হুজুর, কথায় কথায় ভুলে গেলাম।

সাহুজী। যাও এখুনি গিয়ে নিয়ে এস।

দিলদার। যাচ্ছি হুজুর। (খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ থেমে) এখানেই নিয়ে আসব ?

সাহুজী। হ্যাঁ, এখানেই।

[দিলদারের প্রস্থান। সাহুজী অস্থির হয়ে পায়চারি করেন।]

সাহুজী। আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দিতে হবে রাজকুমারী।

রাজ। কে এই কানাই সামন্ত ?

সাহুজী। পরে বলব।

রাজ। আমি এখানে থাকলে আপত্তি আছে ?

সাহুজী। আছে।

রাজ। সাহুজী, আপনি বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

সাহুজী। উপায় নেই।

রাজ। আমি বলছিলাম কি—

সাহুজী। (আঙুল দেখিয়ে) পাশের ঘরে।

[রাজকুমারীর প্রস্থান। তখনও সাহুজী চঞ্চল। পূর্ব অঙ্কের পরিচিত ভদ্রলোক ঘরে ঢোকেন। সাহুজী চোখমুখের ভাব বদলে সহাস্য অভ্যর্থনা করেন।]

সাহুজী। আসুন, আসুন—আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত।

ভদ্রলোক। নিজেই এলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে, কারণ শুনলাম আপনি আমায় খুঁজছেন, সারাক্ষণই আপনার চর ঘুরছে আমার পেছনে।

সাহুজী। ঠিক তা নয়, আপনার সঙ্গে আমি সামনাসামনি আলাপ করতেই চাইছিলাম।

ভদ্রলোক। জানি না, আমাকে দিয়ে আপনার কি উপকার হবে, আমি অতি সামান্য লোক।

সাহুজী। এ ধরনের বিনয় আপনাকেই শোভা পায়।

ভদ্রলোক। আমি সহজ মানুষ, সোজাভাবে কথা বলি।

সাহুজী। আমিও তো তাই শুনতে চাই। অযথা তর্কতে জল ঘুলিয়ে যায়, কোন কাজ হয় না।

ভদ্রলোক। সাহুজী, আমি যে আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি সে কথা যেন গোপন থাকে, কেউ না জানতে পারে।

সাহুজী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বৈঠকের কথা কেউ জানতে পারবে না।

ভদ্রলোক। আপনি কতদূর শুনেছেন আমি জানি না, কিন্তু চারদিকে আজ বিক্ষোভ, আমাদেব অঞ্চলে সকলেব মন হতাশায় ভবে গেছে, আর তারা সহ্য করতে পারছে না, যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে।

সাহুজী। (চিন্তিত হয়ে) এতদূর এগিয়ে গেছে!

ভদ্রলোক। মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে সাহুজী। অত্যাচারে, অবহেলায় মুমূর্ষু একটা বিরাট জাত। একমাত্র আপনিই তাকে রক্ষা করতে পারেন।

সাহুজী। আমি?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ, আপনি। ভেবে দেখুন পুরোন দিনের কথা। আপনি যখন ছিলেন সংগ্রামী নেতা। আপনার আহ্বানে এরা সব সময় সাড়া দিয়েছে, স্বাধীনতার আদর্শ সামনে রেখে ফাঁসীকাঠে ঝুলেছে, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, দ্বীপান্তরে প্রাণ দিয়েছে, সে সব কথা কি ভুলে গেছেন?

সাহুজী। ভুলিনি, কোন কথাই আমি ভুলিনি। কিন্তু কোন্ দিক আমি সামলাবো? কাকে ফেলে কাকে দেখব?

ভদ্রলোক। ভেবে দেখুন তাদের মনের কথা, একদিন যারা আদর্শের জন্যে সব ত্যাগ করেছিল, আজ তারা থাকে একটা ভাঙ্গা

বাড়িতে। যে কোন মুহূর্তে তার ছাদ ভেঙে পড়তে পারে হুড়মুড় করে মাথার ওপর। এই গৃহহারা চলৎশক্তিহীন লোকগুলোর উপর কারুর এতটুকু দয়া নেই, মায়া নেই, ভিখারীর মত এরা হাত পাতে, কিন্তু এই কি এদের অদৃষ্টলিপি!

সাহুজী। বিশ্বাস করুন, এতখানি তলিয়ে দেখবার আমি সময় পাইনি। কেউ আমাকে সব কথা জানায়নি। ওদের প্রতিনিধি যারা আমার দপ্তরে বসে তারা তো কই এসব কথা বলে না।

ভদ্রলোক। প্রতিনিধি? ওরা আমাদের প্রতিনিধি নয়।

সাহুজী। তবে ওরা এল কোথা থেকে?

ভদ্রলোক। ওদের পাঠিয়েছে সমাজের ওপরতলার মানুষ। সাহুজী, এরা সেই দুঃশাসনের বংশধর, এরা কুলবধূর লাঞ্ছনাকে সভায় বসে উপভোগ করে।

সাহুজী। না, না, আর আমি শুনতে পারছি না।

ভদ্রলোক। আজ আপনাকে শুনতেই হবে। যদি না শোনেন, কানে হাত দিয়ে বধির হয়ে বসে থাকেন, আর পরে সামলাতে পারবেন না।

সাহুজী। কি বলছেন আপনি?

ভদ্রলোক। চারদিকে দেখবেন আগুনের লেলিহান শিখা?

সাহুজী। আগুন, তার মানে?

ভদ্রলোক। ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন, তবে স্বর্ণলঙ্কা পোড়া।

সাহুজী। (বিচলিত হয়ে) না, না, এ আমি হতে দিতে পারি না। আমার স্বপ্নরাজ্য ভেঙে যাবে। এখনও কি এ পরিস্থিতি বাঁচাবার কোন উপায় নেই?

ভদ্রলোক। (উৎসাহে) আছে সাহুজী, চলুন আমার সঙ্গে।

সাহুজী। কোথায়?

ভদ্রলোক। ঐ জনতার মাঝখানে।

সাহুজী। (সভয়ে) ওরা আজ উন্মত্ত।

ভদ্রলোক। সাহুজী, আপনি ওদের সামনে যেতে আজ ভয় করছেন, অত্যন্ত নিরীহ, অনুগত, মুমূর্ষু একদল লোককে আপনার ভয়? আপনি সেই সাহুজী, যিনি বিদেশীর গুলির সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, অন্যকে মারবার আগে তোমরা আমাকে মার। সেই একই লোক আমার সামনে, মৃত্যুভয়ে মুখ আপনার শুকিয়ে গেছে।

সাহুজী। না, না, ভয় নয়, বোধহয় বয়েস বেড়ে গেছে। আমি এখুনি যাব—আপনার সঙ্গে, শুনব ওদের কি বলবার আছে। গিয়ে বলব চেয়ে দেখ ভাই সব, আমি তোমাদের সাহুজী, সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তোমরা আমার বিচার কর।

ভদ্রলোক। তারা বলবে জয়, সাহুজীর জয়।

সাহুজী। (সদীপ্ত কণ্ঠে) যাব, আমি এখুনি যাব। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

[শ্রীপতির প্রবেশ]

শ্রীপতি। সাহুজী।

সাহুজী। কে, শ্রীপতি? আমি এখন বড় ব্যস্ত।

শ্রীপতি। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন তাই বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

সাহুজী। আপনার সঙ্গে যদি পরে কথা বলি।

ভদ্রলোক। আপনি কথা সেরে নিন, আমি অপেক্ষা করছি।

সাহুজী। (পাশের ঘর দেখিয়ে) আপনি ও ঘরে গিয়ে বসুন আমি এখুনি আসছি। (ভদ্রলোক চলে গেলে শ্রীপতিকে) কি ব্যাপার?

শ্রীপতি। রাজকুমারীর কাছ থেকে শুনলাম আপনি কোন বিপদের আশঙ্কা করছেন, তাই জানতে এসেছি।

সাহুজী। সে অনেক কথা, বলতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে।

শ্রীপতি। ঐ ভদ্রলোক কে?

সাহুজী। কানাই সামন্ত।

শ্রীপতি। কানাই সামন্ত! হঠাৎ এখানে?

সাহুজী। আমি ওঁর সঙ্গে বেরুব বলে প্রস্তুত হতে যাচ্ছি।

শ্রীপতি। কোথায় যাচ্ছেন?

সাহুজী। ওদের ডেরায়।

শ্রীপতি। একি পাগলামী করছেন!

সাহুজী। আব কাল বিলম্ব করার সময় নেই আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

[সাহুজী বেরিয়ে গেলে শ্রীপতি গম্ভীর হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে মনে যেন সে কোন মতলব আঁটছে, একটু পরে রাজকুমারীর প্রবেশ]

রাজকুমারী। কি হোল শ্রীপতি, সাহুজী তোমার কথা শুনলেন না?

শ্রীপতি। না।

রাজকুমারী। তাহলে কি করবে?

শ্রীপতি। যে রকম করে হোক সাহুজীকে আটকাতে হবে। ঐ খ্যাপা মানুষগুলোর কাছে ওঁকে যেতে দিলে চলবে না।

রাজ। কিন্তু সাহুজী যা একরোখা মানুষ বারণ করলে ওঁর জিদ আরও বেড়ে যাবে।

শ্রীপতি। যত গোল পাকায় ঐ দিলদার, আমাদের জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে কানাই সামন্তকে সাহুজীর কাছে আনবার ওর কি দরকার ছিল।

রাজ। সাহুজীর কাছে আস্কারা পেয়ে ঐ ভাঁড়টাতো আমাদের মাথায় চড়ে বসেছে।

শ্রীপতি। সাহুজীর স্পর্ধাও ক্রমশ বাড়ছে, আর তো সহ্য হয় না রাজকুমারী। আমাদের এতদিনের পরিশ্রম ঐ পাগলাটার জন্য না নষ্ট হয়।

রাজ। ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বল।

শ্রীপতি। তাতে কোন লাভ হবে না। বরাবর দেখে আসছি বড় বড় আদর্শের কতগুলো ফাঁকা বুলি আওড়াতে সাহুজী ভালবাসে। বক্তৃতা সে দিক যত ইচ্ছে, আমি তাতে কোন বাধা দিই না, কিন্তু ঐ সব পাগলামী যদি কাজে করতে চায় তাহলেই যে বিপদ।

রাজ। আমার মনে হয় সাহুজীকে সিংহাসনে বসানোই তোমাদের ভুল হয়েছে।

শ্রীপতি। কি করব। একটা লোক তো চাই, দেখলাম ও পাগ্‌লাটাকে দেশের লোক সম্মান করে, ওকে নিয়ে কাজ করার সুবিধে হবে।

রাজ। না, না, শ্রীপতি তোমার নিজেরই বসা উচিত ছিল।

শ্রীপতি। তা হয় না রাজকুমারী আমরা ব্যবসাদার সিংহাসনের ওপর লোভ করলে আমাদেব চলে না।

রাজ। এখন সাহুজী যদি তোমাদের কথা না শোনে?

শ্রীপতি। ওকে সরিয়ে আব কাউকে সিংহাসনে বসাতে হবে। একটা কাঠের পুতুল, একটা রবার স্ট্যাম্প।

রাজ। চুপ, ঐ বুঝি সাহুজী আসছেন।

শ্রীপতি। মনে রেখ রাজকুমারী, যে রকম করে হোক সাহুজীকে আটকাতে হবে।

[সাহুজীব প্রবেশ]

সাহুজী। কি ব্যাপার?

রাজ। আপনাকে আমরা একলা যেতে দেবো না।

সাহুজী। সে আবার কি? আমি কি নাবালক ছেলেমানুষ?

রাজ। বিপদের মুখে আপনাকে একলা ঠেলে দিলে আমাদের অন্যায় হবে।

সাহুজী। সে আমি নিজে বুঝব।

শ্রীপতি। না, আপনি যেতে পাবেন না।

সাহুজী। (চমকে) কি বলছেন আপনারা—

ভুজনে। যেতে দেব না।

সাহুজী। আপনারা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?

শ্রীপতি। ভয় দেখাচ্ছি না, বাঁচবার বুদ্ধি দিচ্ছি। কতটুকু জানেন আপনি কানাই সামন্তকে, তার মত মতলববাজ ঘুঘু খুব কম আছে।

সাহুজী। আমার মনে হয় সে লোক ভাল, সেই জন্যেই বিপদের সময় সে ছুটে এসেছে আমার কাছে।

শ্রীপতি। সে সব ওর ভণ্ডামির মুখোশ। আপনাকে একলা পেয়ে সে আর ছাড়বে না।

সাহুজী। সে আমার কি করবে ?

রাজ। ধরুন যদি বন্দী করে ?

সাহুজী। (রেগে) সাহুজীকে বন্দী করার সাহস কারুর নেই। বিদেশী সরকার আমাকে ধরে রাখতে পারেনি, এরা তো সামান্য নিরীহ প্রজা।

রাজ। কিন্তু সাহুজী, বয়েসের চাপে সিংহ যখন হীনবল হয়ে পড়ে, শুনেছি বন্য শৃগালরাও সদন্তে ঘুরে বেড়ায়।

সাহুজী। এখনও আমি বৃদ্ধ হইনি রাজকুমারী, এ বাহুতে এখনও সেই যৌবনের শক্তি।

শ্রীপতি। কিন্তু স্মৃতিশক্তি আপনার ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

সাহুজী। (রেগে) কে বলে সে কথা ?

শ্রীপতি। তা যদি না হবে, এরই মধ্যে আপনি ভুলে গেলেন কারা আপনাকে এই সিংহাসনে বসিয়েছে !

সাহুজী। যারা বসিয়েছে তাদেরই কাছে যাচ্ছি।

শ্রীপতি। ভুল সাহুজী, সম্পূর্ণ ভুল। ওরা হয়ত চেঁচিয়েছে, রাস্তায় শুয়ে ধর্মঘট করেছে, ঐ পর্যন্তই। কিন্তু বছরের পর বছর আপনাদের আন্দোলন চালিয়েছে কারা ? আমরা। ব্যবসায় টাকা রোজগার করে তুলে দিয়েছি আপনারই হাতে, যখন যা চেয়েছেন। সে সব কথা মনে পড়ে সাহুজী ?

সাহুজী। নিশ্চয় মনে পড়ে শ্রীপতি। সেজন্যে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীপতি। কৃতজ্ঞ! সত্যিই যদি আপনি কৃতজ্ঞ হতেন তাহলে কি আমাদের আপত্তি উপেক্ষা করে যেতে পারতেন কানাই সামন্তদের সঙ্গে হাত মেলাতে?

সাহুজী। তাতে আপনাদের কি ক্ষতি?

শ্রীপতি। সাহুজী, আপনি ছেলেমানুষ নন। আপনি ভাল করেই জানেন, আলো আর অন্ধকার একসঙ্গে থাকতে পারে না। আপনার কাছে প্রশ্রয় পেলে ওদের চাওয়ার আগুনে ঘি পড়বে। তার ফল বুঝতে পারছেন? যত শিল্পপ্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলেছি, সব অকেজো হয়ে পড়বে।

সাহুজী। কিন্তু তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনা আমার কর্তব্য।

শ্রীপতি। না। আপনি ব্যস্ত লোক, তাই আপনার বদলে, তাদের দুঃখের কথা শুনবে রাজকুমারী। শুনবো আমি।

সাহুজী। না, না, তা হয় না, আমি যে তাকে কথা দিয়েছি।

রাজ। কাকে কথা দিয়েছেন?

সাহুজী। কানাই সামন্তকে।

রাজ। সে কোথায়?

সাহুজী। পাশের ঘরে।

শ্রীপতি। ওকে বন্দী করুন।

সাহুজী। বন্দী করব, কোন্ অপরাধে?

শ্রীপতি। অপরাধ ভেবে বার করা যাবে।

সাহুজী। না, না, এতে অশান্তি আরো বাড়বে। সবাই আমাকে ধিক্কার দেবে।

শ্রীপতি। কে আপনাকে ধিক্কার দেবে? কানাই সামন্তর বিচার হবে বিচারকদের কাছে।

সাহুজী। বিচারক! বিচারক!

রাজ। আর আপনি দ্বিধা করবেন না।

সাহুজী। আমাকে সময় দাও, মন্ত্রীদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করব।

শ্রীপতি। তার কি কোন প্রয়োজন আছে? তারা তো কাঠের পুতুল, আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে তারা হাঁ, না বলবে। কানাই সামন্ত বন্দী হলেই দেখবেন, সব গোলমাল থেমে যাবে। বিদ্রোহীরা ভয়ে পালাবে। কোন হাঙ্গামাই হবে না। আপনি ওকে বন্দী করার হুকুম দিন।

সাহুজী। আমি পারব না।

শ্রীপতি। পারতে হবে। বসুন আপনার সিংহাসনে, ঐ আসনই আপনাকে মনের জোর দেবে।

সাহুজী। আমি সিংহাসনে বসতে চাই না।

শ্রীপতি। বসুন।

[একরকম জোর করেই সাহুজীকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। বসার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রসংগীত, আলো বদলায়, আস্তে আস্তে শ্রীপতি ও রাজকুমারী বেরিয়ে যায়। একলা সাহুজী সিংহাসনের উপর যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করেন। একটু পরে ঢোকে দিলদার।]

সাহুজী। কে?

দিলদার। হুজুর।

সাহুজী। দিলদার, বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা।

দিলদার। সে ঐ সিংহাসনে বসার যন্ত্রণা হুজুর।

সাহুজী। এই সেই সিংহাসন, রক্তকলুষিত এর ইতিহাস। এখানে যে বসে সে পায় সম্মান, কিন্তু তার চেয়ে বেশী বোধ হয় অভিসম্পাত।

দিলদার। অথচ এই সিংহাসনের লোভে দূর দেশ থেকে ছুটে এসেছে পাঠান দস্যু, কিন্তু ভোগ করতে পারেনি। এল মুঘল, গড়ে

তুলল বিরাট সাম্রাজ্য। ঐ সিংহাসনে বসে মুঘল বাদ্‌শা সজাগ দৃষ্টি রাখলেন চতুর্দিকে, কিন্তু বুঝতে পারলেন না হীন চক্রান্ত গড়ে উঠছে এই সিংহাসনকে ঘিরে, তাঁরই বংশধরদের মধ্যে। ঐ সিংহাসনে বসে ইংরেজ বণিকের কুর্নিশ গ্রহণ করেছেন শাহানশা সাজাহান, ঐ সিংহাসনে বসে ঔরঙ্গজীব কূট কৌশলে ব্যর্থ করে দিয়েছেন জাহানারার সকল প্রচেষ্টা। ঐ সিংহাসন থেকে গড়িয়ে পড়েছে জাহান্দার শা'র প্রাণহীন দেহ। উঃ কত রক্ত!

সাহুজী। শুধু তাই নয় দিলদার, এই সিংহাসনে বসলেই কেমন যেন নেশা হয়, নিজেকেই আর চিনতে পারি না। বদলে যাই, বড় নিষ্ঠুর এ সিংহাসন, এইখানে বসার জন্যই ঔবঙ্গজেব নিজের ভাই, নিজের রক্ত দারার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। মানুষ কি করে এত নৃশংস হয়ে যায়!

দিলদার। সে কথা আপনার মনে পড়ে হুজুর! ঐ সিংহাসনে আপনাবই মত ঔরঙ্গজীব আসীন। হাতে দারার মৃত্যুদণ্ড।

সাহুজী। (হাঁপাতে হাঁপাতে) মনে পড়ে, মনে পড়ে, এই দারাব মৃত্যুদণ্ড, এ কাজীর বিচার। আমার অপরাধ কি? আমি কিন্তু, না—এ বিচার, বিচারকে কলুষিত করব কেন?

দিলদার। এ হত্যা।

সাহুজী। দিলদার, তুমি এ সময় এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আছি, দেখে নেবেন। আমি যদি এখানে না থাকতাম তা হলেও এ হত্যা।

সাহুজী। না, দিলদার, এ কাজীর বিচার।

দিলদার। স্পষ্ট কথা বলব?

সাহুজী। বল।

দিলদার। আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠলেন যে, আপনার স্বর যেন একটা শুষ্ক বাতাসের উচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এল। কেন জাঁহাপনা, সত্য কথা বলব!

সাহুজী। দিলদার!

দিলদার। সত্য কথা, আপনি দারার মৃত্যু চান।

সাহুজী। আমি?

দিলদার। হ্যাঁ আপনি।

সাহুজী। কিন্তু এ কাজীর বিচার।

দিলদার। বিচাব জাঁহাপনা! সে কাজীরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করছিল, তখন তারা ঈশ্বরের মুখের দিকে চায়নি, তখন তারা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা করছিল; আর সেই সঙ্গে মনে মনে তাদের গৃহিণীদের নতুন অলংকারের ফর্দ করছিল। বিচাব!—যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার! জাঁহাপনা ভাবছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দিলেন। সংসাব কিন্তু মনে মনে সবই বুঝল; কেবল ভয়ে কথাটি কইল না। জোর করে মানুষের বাক্‌ রোধ করতে পারেন, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু কালোকে সাদা করতে পারেন না। সংসার জানবে, ভবিষ্যৎ জানবে, বিচারের ছল করে আপনি দাবাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনাব সিংহাসনকে নিরাপদ করার জন্যে।

সাহুজী। সত্য! সত্য নাকি! দিলদার, তুমি আজ দারাকে বাঁচালে। সে আমার ভাই, সে আমাব রক্ত, যাও তুমি জীহন আলিকে ডেকে দাও।

[দিলদারের প্রস্থান]

সাহুজী। দারা বাঁচুক, যদি তার জন্যে সিংহাসন দিতে হয়, দেব। এতখানি পাপ, না, না।

[শ্রীপতির প্রবেশ। তার চালচলন সবই জীহন আলির ভঙ্গীতে।]

সাহুজী। বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

শ্রীপতি। দারা নয়, এ কানাই সামন্ত। দিন সে দণ্ডাজ্ঞা। নিজে আমি কাজ হাসিল করে আসছি।

সাহুজী। কিন্তু আমি তাকে মার্জনা করেছি।

শ্রীপতি। সেকি, এমন শত্রুকে মার্জনা, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

সাহুজী। তা জানি। তার জন্যেই তো তাকে মার্জনা করবার পরম গৌরব অনুভব করছি।

শ্রীপতি। এ গৌরব ক্রয় করতে আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় করতে হবে।

সাহুজী। যে বাহুবলে এ সিংহাসন জয় করেছি সেই বাহুবলেই তা রক্ষা করব।

শ্রীপতি। একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে সমস্ত জীবন রাজ্য শাসন করতে হবে। জানেন, বহু প্রজা আজ কানাই সামন্তর দিকে। তার দুঃখে তারা কাঁদে, আর আপনাকে অভিশাপ দেয়। এখন কানাই সামন্তকে মুক্ত করে দেওয়ায় কি ভয়ংকর বিপদ তা বুঝতে পারছেন সাহুজী।

সাহুজী। পাবছি।

শ্রীপতি। তবে এত শ্রম করে এ সিংহাসন অধিকার করার কি প্রয়োজন ছিল!

সাহুজী। তুমি ঠিক বলেছ জীহন আলি, যাও, কানাই সামন্তকে বন্দী কর।

শ্রীপতি। (খুশী হয়ে) আমি এখুনি যাচ্ছি তাকে বন্দী করতে, আপদ যত শীঘ্র যায় তত ভাল।

সাহুজী। রোস দেখি, আচ্ছা যাও।

[শ্রীপতির প্রস্থান]

সাহুজী। না, কাজ নেই জীহন আলি, জীহন আলি—না, চলে গিয়েছে। এ আমি কি করলাম, কি করলাম!

[অনুতাপ করতে করতে সাহুজীর প্রস্থান। যন্ত্রসংগীত চড়া পর্দায় বেজে হঠাৎ থেমে যায়। আলো স্বাভাবিক হয়ে আসে। একটু পরে দীপ্তি ও পূর্ব অঙ্কের বর্ণিত যুবক প্রবেশ করে।]

যুবক। কেউ তো কোথাও নেই। আমরা ভুল ঘরে এসে পড়লাম না তো।

দীপ্তি। ঠিক বুঝতে পারছি না, গোপাল ভাঁড়টা তো এই দিকেই আসতে বল্লে।

যুবক। ও একটা ভাঁড়ই।

দীপ্তি। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে, সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব তো।

যুবক। ভয় পাবার কিছু নেই, আমি তো সঙ্গে আছি।

দীপ্তি। থাকলে কি হবে, তুমি তো বলছ কোন কথা বলবে না। মৌনীবাবা হয়ে বসে থাকবে।

যুবক। প্রয়োজন হলে মুখ খুলতে কতক্ষণ, কিন্তু তার দরকার হবে না। আমি জানি তুমি ওদের বোঝাতে পারবে।

দীপ্তি। কিন্তু কই, মনের মধ্যে সে জোর পাচ্ছি না তো। কাজ করার জন্যে আমি ছট্‌ফট্‌ করতাম। একদিনও বাড়িতে চুপ করে বসে থাকতে পারতাম না, অথচ কাজের মধ্যে নেমে কেন এই সংশয়?

যুবক। সে তুমি অনভ্যস্ত বলে, কিন্তু জমি তোমার তৈরী ছিল, তা না হলে আমার ডাকে এত সহজে সাড়া দিতে পারতে না।

দীপ্তি। সত্যি। আশ্চর্য! জানি না তুমি কে—কি তোমার পরিচয়, অথচ প্রথম দিন তোমাকে দেখেই আমার মনে হল, যে-জীবন দেবতাকে আমি খুঁজছি তুমি তাঁর সন্ধান দিতে পারবে।

যুবক। তাঁর সন্ধান তুমি নিজেই পেতে দীপ্তি। তাঁর অভয় শঙ্খই তো তোমায় ঘরছাড়া করেছে।

দীপ্তি। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন সব অন্ধকার হয়ে আসে, তাঁকে দেখতে পাই না। মন নিরাশায় ভরে যায়। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর অনেকখানি ভরসা আমি পেয়েছি।

যুবক। তোমার জীবনে আমি হয়তো চক্‌মকির আলো। তোমাকে জ্বালিয়ে দেওয়াই আমার কাজ।

দীপ্তি। তুমি ঠিক বলেছ, আর আমি পথ হারাব না, ভুল পথে যাব না।

যুবক। তা আমি জানি। ভুল ঘরেও আমরা আসিনি, ঐ যে সিংহাসন—

[দুইজনেই সেইদিকে এগিয়ে যায়]

দীপ্তি। (সোচ্ছ্বাসে) সাহুজীর সিংহাসন।

যুবক। (হেসে) সিংহাসন যে কার তা বলা খুব শক্ত। কিন্তু সাহুজী এখন তাতে বসছেন ঠিকই। তবে কখন কে এসে বসে পড়ে কেউ তা আগে থেকে বলতে পারে না।

দীপ্তি। ইতিহাস বড় বিচিত্র, তোমার মুখে যখন কানাই সামন্তর গল্প শুনি উত্তেজনায় সমস্ত শরীর ভরে ওঠে। কে বলতে পারে সেও একদিন হয়ত বসবে এই সিংহাসনে।

যুবক। আশ্চর্য নয়। হয়ত বসবে, সে আর কিন্তু কানাই সামন্ত থাকবে না।

দীপ্তি। কি বলছো তুমি বুঝতে পারলাম না।

যুবক। যুগে যুগে কানাই সামন্তরা জন্মায় দীপ্তি, যাদের হয়ে বলবার কেউ নেই, তাদের হয়েই সে কথা বলে, সগর্বে হতভাগাদের গান গায়। তাদেরই জন্যে হয়ত ফাঁসীকাঠে ঝোলে, ওদের মৃত্যু নেই।

দীপ্তি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না?

যুবক। সময় এলে নিশ্চয় দেব। এখন সে বড ব্যস্ত। বিরাট যুদ্ধ তার সামনে। প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং সাহুজী। এই যুদ্ধের ওপরই নির্ভর করছে কতগুলো নিরীহ মানুষের জীবন, তারা বাঁচবে, না মরবে। ভাঙা ছাদ ভেঙে পড়বে তাদের মাথায়, না সেখানে তারা ইমারৎ তুলবে।

দীপ্তি। আমার মনে হয় কানাই সামন্ত জিতবে।

যুবক। তোমার ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা কোব।

দীপ্তি। কিন্তু সাহুজী যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে?

যুবক। একবার যখন বিশ্বাস করেছে এখন না করার তো কিছু নেই।

দীপ্তি। যদি প্রমাণ চায় ?

যুবক। বলবে তাকে আমাদের ডেরায় আসতে।

দীপ্তি। যদি বলে কানাই সামন্তর সঙ্গে সে সামনাসামনি কথা বলবে।

যুবক। সে ব্যবস্থাও আমি করে দেব। (কান পেতে শুনে) মনে হচ্ছে কারা এদিকে আসছে, হয়ত সাহুজী। তুমি বাইরে চলে যাও, সময়মত অনুমতি চেয়ে ঘরে ঢুকবে। আমি এ ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলাম।

[যুবক লুকিয়ে পড়ে। দীপ্তি বেরিয়ে যায়। রাজকুমারী ও শ্রীপতি খুশী হয়ে কথা বলতে বলতে ঘরে ঢোকে।]

রাজ। কাজ তাহলে হাসিল হয়েছে ?

শ্রীপতি। হ্যাঁ একটা হয়েছে। কানাই সামন্ত বন্দী, আর ওদিক থেকে কোন ভয় নেই। বেশ কয়েক বছর আটকে রাখতে পারলে, বাছাধন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাজ। কিন্তু ওর দলবল ?

শ্রীপতি। নেতা না থাকলে ওদের কোন শক্তি নেই। এক হুমকিতে চুপ করে যাবে। কিন্তু এখনও আসল কাজ বাকী, রাজকুমারী, এই বারই তোমার সবচেয়ে বেশী কাজ, সাহুজীকে রাজী করাতেই হবে।

রাজ। আমি আজ দু'তিনবার কথাটা পাড়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু উনি আমল দিলেন না, এড়িয়ে চলে গেলেন।

শ্রীপতি। ঐ তো সাহুজীর দোষ। এক একসময় লোকটা অবুঝের মত কাজ করে। শিল্প আর বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করছে গোটা দেশের ভবিষ্যৎ। তা নিয়ে সাহুজী যে ছেলেখেলা করতে চাইছে, আমরা তা সহ্য করব কেন ?

রাজ। তোমার হাতে ওটা কি ?

শ্রীপতি। এতেই আছে আমাদের যা কিছু বক্তব্য। কিভাবে

ব্যবসা চালাতে হবে তারই খসড়া। সাহুজীকে দিয়ে সই করাতে হবে।

রাজ। আমাকে কি করতে হবে ?

শ্রীপতি। সাহুজী যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে এ প্রস্তাবে রাজী হয় তার ব্যবস্থা করা।

রাজ। যদি পারি ?

শ্রীপতি। কোন যদি এর মধ্যে নেই রাজকুমারী। আমি জানি তুমি পারবে। তোমার অনুরোধ সাহুজী কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না।

রাজ। আমার উপব তোমার এতখানি আস্থা আজও আছে শ্রীপতি ?

শ্রীপতি। আজ নয় বরাবর।

রাজ। সে কথা আলাদা। তখন বয়স ছিল অল্প। চেহারায় জোর ছিল।

শ্রীপতি। ছিল ? এখন নেই ?

রাজ। কি জানি।

শ্রীপতি। তুমিতো জান রাজকুমারী, আজও আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।

রাজ। কেন মিথ্যে ঠাট্টা করছো।

শ্রীপতি। ঠাট্টা নয়। সত্যিই আমি তোমাকে চাই, বুঝি এ চাওয়া হয়তো চাওয়াই থেকে যাবে। তবু আমি তোমাকে চাই, রাজকুমারী। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম টাকা করবো। করেছি এতটাকা তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। সেই টাকা দিয়ে আমি সবাইকে কিনেছি। কিনেছি খ্যাতি, যশ, প্রতিপত্তি। মানুষ তার বিবেক। কাগজ তার মতামত। সমাজ তার গণ্ডি। সাহুজী তার রাজনীতি। সব বিক্রী করেছে। আমি তা কিনেছি। টাকা দিয়ে কিনেছি।

রাজ। তবে তো তুমি সুখী শ্রীপতি।

শ্রীপতি। না রাজকুমারী। তোমাকে না পেলে আমি সুখী হব না।

রাজ। আমি তোমাকে কি দিতে পারি শ্রীপতি?

শ্রীপতি। আভিজাত্য। ঐ একটা জিনিস আমি টাকা দিয়ে কিনতে পারিনি। তোমাকে পেলে সে অভাব আমার মিটবে। বল তুমি আমার হবে রাজকুমারী?

দীপ্তি। (দরজার কাছ থেকে) আমি ভিতরে আসতে পারি?

রাজ। (চমকে) কে?

দীপ্তি। আমি। (ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।)

রাজ। এখানে? কাকে চাই?

দীপ্তি। সাহুজী।

রাজ। সাহুজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?

দীপ্তি। ঐ যে সেই গোপাল ভাঁড়টা।

শ্রীপতি। (বিস্ময়ে) গোপাল ভাঁড়!

রাজ। ও বোধ হয় দিলদারের কথা বলছে। (দীপ্তিকে) সাহুজীর সঙ্গে কি দরকার?

দীপ্তি। সেটা সাহুজীকেই বলব।

রাজ। (চটে) এখন উনি দেখা করতে পারবেন না।

দীপ্তি। মনে হয় আমার নাম শুনলে উনি দেখা করবেন, কারণ দরকারটা ওঁরই।

রাজ। তোমার নাম?

দীপ্তি। দীপ্তি।

রাজ। (শ্রীপতিকে) সাহুজীকে একবার খবর পাঠাতে হয়।

শ্রীপতি। (দীপ্তির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে) আমি নিজেই যাচ্ছি।

[শ্রীপতি ভেতরে চলে যায়, রাজকুমারী প্রসাধন করে। দীপ্তি খুব ভাল করে রাজকুমারীকে লক্ষ্য করে।]

রাজ। (অস্বস্তি বোধ করে) ওরকম হাঁ করে কি দেখছো?

দীপ্তি। দেখছি আপনাকে।

রাজ। আমাকে! (বিরক্ত হয়ে) আমি কি একটা দেখবার জিনিস?

দীপ্তি। বেশ সেজেছেন, ঠিক মনে হচ্ছে বিয়ের কনে।

রাজ। তুমি তো আচ্ছা মেয়ে, জান আমি তোমার চেয়ে কত বড়।

দীপ্তি। তাই নাকি, দেখে কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। ভেবেছিলাম আমারই সমবয়সী কিম্বা দু'এক বছরের বড়।

রাজ। হুঁঃ, তোমার বয়সী আমার তিনটে মেয়ে আছে। দু'জন জামাই, একজন নাতি।

দীপ্তি। সত্যি আপনাকে দেখে আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু এত সেজেছেন কেন, আজ বুঝি এখানে আপনার নেমন্তন্ন আছে?

রাজ। সাহুজীর সঙ্গে দেখা করতে কেউ বুঝি তোমার মত নোংরা জামা কাপড় পরে আসে!

দীপ্তি। আমি তো আসিনি, উনিই যে আমায় ডেকেছেন।

রাজ। সে যাই হোক, একটু ভদ্র সেজে আসতে দোষ কি ছিল?

দীপ্তি। উহুঃ, (ঠোঁট বেঁকিয়ে) তাহলে সাহুজী রাগ করবেন।

রাজ। কেন?

দীপ্তি। উনি যেভাবে আমাদের রেখেছেন, সেই ভাবেই তো ওঁর কাছে আসতে হবে। ধারকরা জিনিস পরে এলে উনি চটে যাবেন না!

রাজ। কথা তো শিখেছ খুব, একরত্তি মেয়ে, চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে নিশ্চয় কোন চাঁদা চাইতে এসেছ, কিম্বা কারুর জন্যে চাকরির উমেদারি করতে। তা ঐ চেহারা দেখে কে তোমার কথা শুনবে মা? ঘরে যা আছে তাই দিয়ে একটু ফিট্‌ফাট্ সেজে আসতে দোষ কি?

দীপ্তি। ঘরে যা ছিল তাই তো পরে এসেছি।

রাজ। বাজে বোক না। আমাদের মেয়েরা ভাবে সোনাদানা না হলে বুঝি সাজ হয় না। বেনারসী শাড়ি পরে সারা গায়ে গহনা লাগিয়ে যখন সেজেগুজে বেরয় ঠিক মনে হয়—

দীপ্তি। যাত্রাদলেব সং বেরিয়েছে।

রাজ। তুমি কি কবে জানলে, যে মাঝখান থেকে টিপ্পনী কাটছো!

দীপ্তি। জানব কি করে, হঠাৎ মনে হল তাই মুখ ফস্‌কে কথাটা বেবিয়ে গেছে।

রাজ। চুপ কর তুমি, (একটু থেমে গলার মালা দেখিয়ে) এটা কি ?

দীপ্তি। মালা।

রাজ। সে তো সবাই জানে, কিসেব মালা ?

দীপ্তি। নিশ্চয় মুক্তো টুক্তো কিছু হবে।

রাজ। (খুশী হয়ে হেসে) দাম কত ?

দীপ্তি। কয়েক হাজার।

রাজ। (হেসে) কয়েক হাজার ঠিকই, তবে নয়া পয়সা।

দীপ্তি। তাই নাকি ?

রাজ। (সগর্বে) নকল মুক্তো, দেখে কেউ বুঝতে পারবে ? (উঠে পায়চারি করে) কত বড় বড় পার্টিতে যাচ্ছি এই মালা পরে, সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, কেউ বুঝতে পারে যে এটা নকল ?

[দিলদার একটু আগেই প্রবেশ করেছিল।]

দিলদার। বুঝতে পাবলেও কেউ বলবে না।

দীপ্তি। (হয়ে) এই যে গোপাল ভাঁড়।

রাজ। কেন বলবে না ?

দিলদার। কারণ তারা জানে, ঐরকম আসল মুক্তোর মালা

আপনার সিন্দুকে ভরা। (দীপ্তিকে দেখিয়ে) কিন্তু ও বেচারী আসল পরলেও লোকে ঝুটো বলে সন্দেহ করবে।

রাজ। (চটে) আমরা এখানে কথা বলছি তার মধ্যে তুমি এসে ফাজলামি করছ কেন?

দিলনার। ফাজলামি করার জন্যেই যে আমাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে।

দীপ্তি। কিন্তু যাই বল গোপাল ভাঁড় শুধু সাজলেই তো হয় না, (রাজকুমারীকে দেখিয়ে) এই রকম চেহারা চাই। এই বয়েসে কত চুল।

[রাজকুমারী খুশী হয়ে খোঁপায় হাত দেয়।]

দিলদার। ওটাও যে মুক্তোর মালার মত—

দীপ্তি। তার মানে?

দিলদার। খোঁপাটা যে দোকান থেকে কেনা।

দীপ্তি। (সশব্দে হেসে ফেলে) তাই নাকি?

রাজ। (চটে) দেখ দিলদার, তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

দিলদার। আপনি আমায় ভুল বুঝছেন, ও বেচারী জানে না তাই শিখিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু একেবারে মুখ্য, তাই না বুঝে অসভ্যর মত হাসছে।

রাজ। ও, তাই বল, আমি ভাবলাম তুমি ঠাট্টা করছ।

দিলদার। (নাক, কান মুলে) ছি, ছি, তাই কখনও করতে পারি?

রাজ। (হাসতে হাসতে দীপ্তিকে) সত্যি এমন মজা ও করতে পারে।

দিলদার। (দীপ্তিকে) এই যে উনি হাসলেন, দেখ দিকি কি সুন্দর দাঁত, কিন্তু এও ভগবানের দেওয়া নয়,—

দীপ্তি। তার মানে?

দিলদার। উনি নিজের ইচ্ছেমত অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। ও দিয়ে শুধু হাসা যায়, কিন্তু খাওয়া যায় না।

[দীপ্তি আবার হেসে ফেলে।]

দিলদার। ফের হাসছ কেন, একি জ্বালা! একে কি করে শেখাব বলুন তো রাজকুমারী।

দীপ্তি। (হাসি থামিয়ে চোখ বড় বড় করে) সে কি আপনি বাজকুমারী ?

দিলদার। কেন, তুমি ওঁকে চেন নাকি ?

দীপ্তি। চিনব কি করে, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তো রাজকুমাবীদের কত গল্প পড়েছি। ফুলের মত ফুটফুটে সুন্দরী রাজকুমারী, বাক্ষস তাকে বন্দী করে রাখে, কষ্ট দেয়, তারপর ভিন দেশের রাজকুমার এসে রাক্ষসকে মেরে রাজকুমারীকে তার নিজের রাজ্যে নিয়ে যায়।

রাজ। (হেসে) সে সব রূপকথার গল্প—

দিলদার। আজকের রাজকুমারী কিন্তু ঐ মুক্তোর মালা—

[দীপ্তি হাসলে দিলদার ধমকায়।]

দিলদার। হাসছ কেন ?

দীপ্তি। (সহাস্যে) মুক্তোর মালা।

দিলদার। (হেসে) হাসবার কি আছে ?

দীপ্তি। (সেইভাবেই) মেঘবরণ চুল।

দিলদার। (হেসে) নাঃ, এ গাঁইয়া মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। খালি হাসে।

[রাজকুমারী দুজনের দিকে তাকিয়ে রেগে উঠে পড়ে।]

রাজকুমারী। তোমরা আমার সঙ্গে মস্করা করছ ?

দিলদার। আমি করিনি, ও করেছে।

দীপ্তি। না রাজকুমারী, ঐ গোপাল ভাঁড় করেছে।

দিলদার। বা, বা, তুমিই তো ঠাট্টা করে বল্লে মেঘের মত চুল।

দীপ্তি। আর তুমি যে বোঝালে মালা ঝুটো, চুলে ভেজাল, দাঁত নকল—

দিলদার। দেখছেন রাজকুমারী ঐ দস্যি মেয়ে আপনাকে পুরো মিথ্যে প্রমাণ করে তবে ছাড়বে।

[রাজকুমারী রেগে দিলদারকে তাড়া করে, সে পেছু হাঁটতে হাঁটতে জবাব দেয়।]

রাজ। আমার সঙ্গে ভাঁড়ামি করা তোমার বার করছি।

দিলদার। আপনাকে রাগলে কিন্তু বড় ভাল দেখায়।

রাজ। তোমাকে আমি এখান থেকে তাড়াব। আসুন সাহুজী আমি তাঁকে সব কথা বলছি।

দিলদার। কিন্তু আমি চলে গেলে সাহুজীকে হাসাবে কে ?

রাজ। আমি হাসাব।

দিলদার। (কানে হাত দিতে দিতে) তোবা তোবা ! আপনি শেষকালে ভাঁড় হবেন ? ভাঁড় রাজকুমারী !

রাজ। তবে রে !

[রাজকুমারী ব্যাগ ছুড়ে মারতে যায়, দিলদার হাত তুলে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় পর্দার পেছন থেকে যুবক দাঁড়িয়ে ওঠে, মুখে তার ভাল্লুকের মুখোশ। এর আগে পর্যন্ত দীপ্তি একটানা হাসছিল। রাজকুমারী প্রথম ভাল্লুক দেখতে পায় এবং ভয়ে চীৎকার করে ওঠে—"ওরে বাবারে।" দিলদার কিছু বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে—"এ কে ?" বলে সভয়ে ছুটে ঘরের অন্য দিকে চলে যায়। ওদের ভয় দেখে দীপ্তি প্রথমটা হেসে পরে বোঝাবার চেষ্টা করে।]

দীপ্তি। ভয় নেই, ও আমার সঙ্গে এসেছে।

রাজ। তোমার সঙ্গে ?

দীপ্তি। এতটা পথ একলা আসব, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

দিলদার। তাই ভাল্লুক নিয়ে এসেছ ?

দীপ্তি—আসলে ও ভাল্লুক নয়, সেজেছে।

রাজ। ওঃ, তাই বল। (নিঃশ্বাস ফেলে) কিন্তু একি অন্যায় বল তো। এমন করে ভয় দেখান! এখনও আমার বুক ধড়ফড় করছে।

[সাহুজী ও শ্রীপতির প্রবেশ]

সাহুজী। কি ব্যাপার, এখানে চেঁচামেচি কেন?

দিলদার। হুজুর, ঐ জন্তুটাকে দেখে রাজকুমারী কিঞ্চিৎ ভয় পেয়েছেন।

রাজকুমারী। ভয় বুঝি শুধু আমি পেয়েছি, তুমি পাওনি?

দিলদার। হুজুর, ভয় ঠিক পাইনি, তবে বোধহয় একটু চমকে উঠেছিলাম।

রাজ। ভয় পাওনি তো চমকালে কেন?

দিলদার। বুঝতে পারছিলাম না হুজুর আয়নায় নিজের ছবি দেখছি কিনা।

সাহুজী। (ধমকে) চুপ কর সবাই। (দীপ্তিকে) ও তোমার সঙ্গে এসেছে?

দীপ্তি। না, আমি ওর সঙ্গে এসেছি।

দিলদার। খাসা উত্তর দিয়েছে হুজুর, আসলে তো ও জন্তু নয়, মানুষ।

সাহুজী। তবে ওরকম সং সেজেছে কেন?

দীপ্তি। সেই যে আপনি আর গোপাল ভাঁড় আমাদের ডেরায় গিয়েছিলেন, ও বলছিল জন্তু করে দিতে, সেই দিন থেকে ভাল্লুক সেজেছে।

সাহুজী। তুমি আমাকে কিছু বলতে এসেছ?

দীপ্তি। হ্যাঁ।

সাহুজী। বল।

দীপ্তি। এত জনের সামনে বলব কি করে।

সাহুজী। ওঁরা আমার বিশেষ বন্ধু, তোমার যা বলার নিঃসংকোচে বলতে পার।

দীপ্তি। (ইতস্ততঃ করে) আমি কানাই সামন্তর খবর এনেছি।

দিলদার। এই রে! হুজুর আমি বাইরে চল্লাম।

[প্রস্থান]

সাহুজী। কি খবর এনেছ বল।

দীপ্তি। কানাই সামন্ত তাব দলবল নিয়ে বিদ্রোহ করার জন্যে তৈবী হচ্ছে।

শ্রীপতি। (কপট ভয়েব ভান কবে) তাহলে তো খুব ভয়ের কথা সাহুজী। আমাদেব কি আর আস্ত বাখবে।

দীপ্তি। কিন্তু সে মিটমাট করে নিতে রাজী আছে যদি সাহুজী নিজে গিয়ে তাব সঙ্গে দেখা কবেন।

শ্রীপতি যাক এখনও তাহলে আমাদেব বাঁচবার আশা আছে।

সাহুজী তোমার সঙ্গে তার শেষ কবে দেখা হয়েছে?

দীপ্তি। (বোঝা যায় সে মিথ্যে বলছে) এই তো একটু আগে।

সাহুজী। মিথ্যে কথা।

দীপ্তি। (ভয়ে ভয়ে) না, মানে আমাব কাছে খবর পাঠিয়েছে।

[সাহুজী ছাড়া সকলে হেসে ওঠে।]

সাহুজী। কানাই সামন্ত কি কবে জানল যে তোমার কাছে খবর পাঠালে তা আমার কাছে এসে পৌঁছবে?

দীপ্তি। খবর ঠিক সে পাঠায় নি, আমিই অন্যের মুখে শুনলাম যে—

শ্রীপতি। (ভেঙ্গিয়ে) যে মহামান্য কানাই সামন্ত বাহাদুর সাহুজীর সঙ্গে দয়াপরবশ হয়ে চুক্তি করতে রাজী হয়েছেন।

[শ্রীপতির কথার ধরনে আবার সকলে সজোরে হাসে।]

শ্রীপতি। সাহুজী, এ পাগলগুলোকে বিদেয় করুন। আমাদের

শিল্প ও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা হওয়া দরকার। ব্যবসায়ী মহল এরই অপেক্ষায় সাগ্রহে বসে আছে।

সাহুজী। এখন এ বিষয়ে কথা বলা অসম্ভব,. দেখছেন তো চারদিকে অসন্তোষ, আগে তার একটা বিহিত হওয়া দরকার।

শ্রীপতি। আপনি ভুল কবছেন সাহুজী, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি মানে দেশেরই সব চেয়ে ক্ষতি। আমাদের যা বক্তব্য সবই এ ফাইলে লেখা রয়েছে।

সাহুজী। বেশ তো আমি দেখে রাখব।

শ্রীপতি। আপনি পড়তে চান পড়ুন, কিন্তু ওতে দেখবার কিছু নেই। শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি সবাই মিলে এই খসড়া তৈবি করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভুল।

দীপ্তি। সাহুজী!

সাহুজী। কি?

দীপ্তি। আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

রাজ। মিথ্যে কথা কেউ বিশ্বাস কবে?

দীপ্তি। আমি মিথ্যে বলিনি, সাহুজী, এখনও সময় আছে আমি বলছি চলুন।

সাহুজী। কেন জানিনা সেদিন তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, ভাবিনি তুমি মিথ্যে কথা বলে টাকা রোজগার করতে আসবে।

দীপ্তি। মিথ্যে বলিনি সাহুজী, মিথ্যে বলিনি।

[সাহুজীর প্রস্থান।]

শ্রীপতি। যদি তোমার কথা মিথ্যে প্রমাণ করতে পারি তাহলে কি শাস্তি নেবে?

দীপ্তি। যা শাস্তি দেবেন তাই মাথা পেতে নেব। কিন্তু আর কথা বাড়াবেন না, চলুন, দেরী হলে চারদিকে আগুন জ্বলে উঠবে। তার কি ভয়ংকর ফল হবে আপনারা বুঝতে পারছেন না। হয়ত-রক্তের স্রোত বইবে।

শ্রীপতি। এসব কানাই সামন্তর কথা?

দীপ্তি। হ্যাঁ।

শ্রীপতি। তোমাব কানে কানে বলেছে?

দীপ্তি। সবাইকে বলেছে।

শ্রীপতি। মিথ্যে কথা বটিও না কানাই সামন্ত বন্দী হয়েছে, সে এখন কারাগারে।

দীপ্তি। (বিস্ময়ে) কানাই সামন্ত বন্দা হয়েছে?

বাজ। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না, হচ্ছে কবে তো কাবাগারে গিয়ে দেখে এস।

দীপ্তি। না, না, আমি দেখতে চাই না। আমরা চলে যাচ্ছি।

দীপ্তি। (ভাল্লুকের কাছে গিয়ে চাপাগলায়) চল চল আমবা চলে চাই।

শ্রীপতি। (পেছন পেছন ছুটে গিয়ে) পালাচ্ছ কোথায়, শাস্তিটা নেবে না?

দীপ্তি। কি শাস্তি?

শ্রীপতি। একটা নাচ দেখাও।

দীপ্তি। নাচ!

শ্রীপতি। বেশ খ্যাম্‌টাওয়ালীর নাচ। আমরা উপভোগ করি—

। ভাল্লুক উঠে শ্রীপতির দিকে এগোতে থাকে।]

শ্রীপতি। (সভয়ে) ওকি, ও এগিয়ে আসছে কেন?

[ভাল্লুক পায়ে তাল দেয়।]

দীপ্তি। (খুশী হয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কিন্তু নাচতে পাবে।

শ্রীপতি। ভাল্লুক নাচ?

[দীপ্তি ঝুলি থেকে ডুগ্‌ডুগি নিয়ে বাজায়, ভাল্লুক নাচ দেখায়। তার ধবনধারণ দেখে প্রথমে বিস্মিত হলেও পরে হাসতে থাকে। শ্রীপতি মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে ওঠে, "ঘুরে ঘুরে ভাই, ঘুরে ঘুরে।" যখন বেশ জমে উঠেছে, সাহুজী প্রবেশ করেন, সঙ্গে সঙ্গে যুবক মুখোশটা খুলে ফেলে।]

যুবক। দেখুন হুজুর, আমি কেমন সুখে আছি। নাচি গাই, আপনাদের আনন্দ দিই, সেলাম করে পয়সা পাই, আর পেটে ক্ষিদে নেই, জামা পরার ভাবনা নেই। দিব্যি আছি হুজুর।

ভাল্লুক শ্রীপতির পায়ের কাছে গিয়ে পড়েছে, শ্রীপতি একটা লাথি মারে।]

শ্রীপতি। দূর ব্যাটা আমার পা ভেঙে দিবি নাকি।

যুবক। ওতে আর লাগে না হুজুর, এমনিতে ভাল্লুক হলে কি হবে, গায়ে আমার গণ্ডারের চামড়া। কিন্তু হুজুর, একদিন যদি আমি বাঘ হয়ে যাই? হল্‌দে কালো ডোরাকাটা সোঁদরবনের বাঘ? তখন কিন্তু আপনারা আমায় ভয় পাবেন।

শ্রীপতি। (সভয়ে) পাগলটা বলে কি?

যুবক। (হেসে) আপনি শুনেই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন হুজুর, এখনও বাঘ হইনি, হব। (শব্দ করে হাসে।)

[যুবকের হাসির সঙ্গে মিলিয়ে বাহিরে শ্লোগান। সকলে হৈ চৈ করে ওঠে। শশব্যস্তে দিলদার প্রবেশ করে।]

দিলদার। সর্বনাশ হয়েছে হুজুব, চারিদিকে গোলমাল লেগে গেছে।

সাহুজী। সেকি কথা দিলদার?

দিলদার। দেরী হয়ে গেলে এ অশান্তি মেটানো শক্ত হবে।

সাহুজী। আগুন তাহলে লাগল!

শ্রীপতি। কিন্তু লাগাল কে?

যুবক। কানাই সামন্ত।

শ্রীপতি। কানাই সামন্ত। তবে যে কারাগারে?

যুবক। যেই হোক সে কানাই সামন্ত নয়। তাকে ধরবার শক্তি তোমাদের নেই, কারুর নেই।

সাহুজী। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দীপ্তি। আমাদের ডেরায় আসবেন, সেখানে দেখা হবে।

রাজকুমারী। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কেন ওরা গোলমাল পাকাচ্ছে! কি চায় ওরা?

দীপ্তি। চায় দুটো ভাত একটু নুন।

রাজকুমারী। ভাত, ভাত, ভাত, শুনে শুনে বিরক্ত ধবে যাচ্ছে। ভাত না খেয়ে রুটী খেতে পাবে না? আমরা সারাবছর তো রুটী খেয়েই থাকি। এ বিদ্রোহের কি ফল হবে তোমরা বুঝতে পারছো?

যুবক। এ তো বিদ্রোহ নয়।

রাজকুমারী। তবে এ কি?

যুবক। বিপ্লব।

রাজ, শ্রীপতি, দিলদার। বিপ্লব?

যুবক। এর রূপ যে কতখানি বীভৎস হতে পারে তা আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না। তাই নিশ্চিন্তে বসে আছেন। সবকিছু ভেঙ্গে চুরমাব হয়ে যাবে। আব কথা নয়, চল দীপ্তি ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। জাগো অন্ধ জাগো।

[যুবক ও দীপ্তির প্রস্থান]

সাহুজী। যুবক।

শ্রীপতি। ওদের পালাতে দেবেন না সাহুজী, বন্দী করুন।

সাহুজী। আঃ শ্রীপতি, আর প্রহসন বাড়িও না। দিলদার আমরা ভুল করেছি, মহা ভুল। ওদের ডাকে আমাদের সাড়া দেওয়া উচিত ছিল।

দিলদার। হয়ত এখনও সময় আছে। চলুন আমরা যাই।

সাহুজী। চল দিলদার।

[দিলদারের প্রস্থান]

রাজকুমারী। আমার বড় ভয় করছে সাহুজী। সত্যি যদি আগুন লাগে ওরা আমাদের কিছুতেই রেহাই দেবে না। জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে। আমার ভীষণ ভয় কচ্ছে।

সাহুজী। ভয় নেই রাজকুমারী। আমি নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিটমাট করে আসছি।

রাজকুমারী। ওরা কারুর কথা শুনবে না। ওরা সব পাগল। আমাদের বাঁচতে দেবে না। মনকে শক্ত করুন সাহুজী। বিদ্রোহীদের দমন করুন।

শ্রীপতি। কঠিন শাস্তি দিন ওদের।

সাহুজী। তোমাদের উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। তবে এটুকু মনে রেখ আমি নিজেব বুদ্ধিতেই কাজ করব।

[প্রস্থান]

রাজকুমারী। ওঃ শ্রীপতি, বুঝতে পারছো তুমি কি ভুল করেছ?

শ্রীপতি। বুঝতে পারছি রাজকুমারী। এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার নিজের হাতে নিতে হবে।

[আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে]

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—প্রথম অঙ্কের অনুরূপ। সময়—অপরাহ্ণ। শ্রীলতা একটা বাচ্চাকে খাটে ঘুম পাড়াচ্ছে। সুর করে গাইছে, "ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আমাদের বাড়ি এস, জল পিঁড়ি দেব তোমায় পা ধুয়ে বোস, বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেও, শান্তি সুখের ঘুমটি শুধু খোকার চোখে দিও।" অসিত সামনের দিকে মেজেতে বসে পুরোন কাগজের ওপর কালি দিয়ে পোস্টার লিখছে। দাদু ব্যস্ত হয়ে মঞ্চে ঢুকলেন কিছু বলবার জন্যে, কিন্তু বাচ্চা ঘুমোচ্ছে দেখে চুপ করে গেলেন। এদিক ওদিক ঘুরে চেয়ারে বসে পড়লেন, খুবই চিন্তামগ্ন। একটু পরে শ্রীলতা বাচ্চার গালে চুমো খেয়ে তার গায়ে ভাল করে চাদর মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়।]

দাদু। দাদু ঘুমিয়েছে ?

শ্রীলতা। হ্যাঁ।

দাদু। যাই বল আমার কিন্তু এ ভাল লাগছে না। চারদিকে এরকম গোলমাল, তার মধ্যে ঐটুকু মেয়েটা ঘুরে বেড়ায়। সকালে বেরিয়ে যায়, কখন ফেরে তার ঠিক নেই। তোমরা ওকে বারণ কর—

শ্রীলতা। বারণ কি আমি করিনি, কতবার বলেছি কিন্তু ও শোনে না। ওর ঐ এক কথা, ছোট ছোট ছেলেগুলো পর্যন্ত যখন আজ মরিয়া হয়ে ক্ষেপে উঠেছে, আমরা মেয়েরা, আজ পেছিয়ে থাকব কোন্ মুখে।

দাদু। কেন জানি না আমার ভয় হয়।

অসিত। দীপ্তির জন্যে ভেবো না দাদু, ওর সঙ্গে ভাল্লুক আছে।

দাদু। ওটা বদ্ধ পাগল।

শ্রীলতা। কিন্তু অদ্ভুত ছেলে। খোকাকে নিয়ে যখন খেলা করে পৃথিবীর সব কিছু ভুলে যায়। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি। মনে হয় সেখানে খোকা আর ও ছাড়া কেউ নেই। একেবারে যেন আলাদা জগতের লোক।

দাহু। হয়ত ওর কোন বাচ্চা ছিল।

শ্রীলতা। না, ও বিয়ে করেনি।

অসিত। তাহলে ওর ছোট ভাই,—

শ্রীলতা। ও বাবা মার একমাত্র ছেলে।

দাহু। কোথায় বাড়ি?

শ্রীলতা। সেকথা বলে না, শুধু হাসে। ছেলেটাকে আমার বড় অদ্ভুত লাগে।

দাহু। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আর কতদিন এভাবে চলবে!

অসিত। চালাতে হবে, যতদিন সম্ভব চালাতে হবে।

দাহু। ওঃ ঐটুকু একটা শিশু, তুমি তার নতুন মা, তা ছাড়া দীপ্তি—কি জানি,—

শ্রীলতা। দাহু, আজ সকাল থেকে কিছু খাননি। চলুন. খেয়ে নেবেন।

দাহু। না, আমার ক্ষিদে পায়নি।

শ্রীলতা। কতদিন আর এভাবে কাটাবেন! না খেয়ে খেয়ে যে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে।

দাহু। একেবারে শেষ হয়ে গেলেই বাঁচি।

অসিত। শ্রীলতা, তুমি কেন এ বুড়োর সঙ্গে বকর বকর করছ। ঘরে যা আছে নিয়ে এস, মুখে গুঁজে দাও।

দাহু। না, আমি খাব না।

অসিত। হ্যাঁ, খাবে।

দাহু। তোমরা আমাকে মনে করছ কি! ঐ কচি কচি ছেলেমেয়েগুলো প্রাণপাত করে খেটে খেতে পাবে না, আর আমি এই ন্যাংড়া, বুড়ো, একটা কাজও না করে বাড়ি বসে বসে গিলব। (অস্থিরভাবে পায়চারি করে) আমি যাই, বাইরেটা একবার দেখে আসি।

অসিত। না, তুমি যেতে পাবে না।

দাহু। কিছুই পারব না, তোমরা আমাকে বাচ্চা ছেলের মত

করে দিয়েছ। দীপ্তিটা এখনও ফিরল না। কে জানে ধরা পড়ে গেল কি না।

অসিত। কেন এত ভাবছ, পথ চলতে চলতে পরিচয় যার সঙ্গে একদিন পথের মাঝেই সে হয়ত হারিয়ে যাবে।

দাত্থ। দীপ্তি,—

অসিত। আমি, শ্রীলতা, তুমি সকলেই। এমন কি ঐ বাচ্চাটাও। (হাসবার চেষ্টা করে।)

দাত্থ। আমারই ভুল, কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। দিতে হবে সব দিতে হবে। (বিড় বিড় করে আবৃত্তি করে) নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

শ্রীলতা। (অসিতের কাছে গিয়ে) তোমাকে সাহায্য করব ?

অসিত। না হয়ে গেছে। (কাগজগুলো গোটাতে গোটাতে) এগুলো দিয়ে আসি।

শ্রীলতা। দেখ যদি কিছু পাও।

অসিত। মনে আছে। তবে আশা কম।

শ্রীলতা। কাল রাত্রেও বোধহয় তোমাব ঘুম হয়নি, মনে হল, বিছানার ওপর উঠে বসেছিলে।

অসিত। হ্যাঁ, পিঠের সেই ব্যথাটা বড় বেড়েছিল, কিছুতেই যেন শুয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তবু, বসে থেকে ভাল লাগছিল, বোধহয় ভোরের দিকে শুয়েছি।

শ্রীলতা। শোবার আগে বল্লাম তোমায় মালিশ করে দি, শুনলে না।

অসিত। কটা দিন যাক, আর নিজের শরীরের কথা ভাবতে পারছি না।

দাত্থ। (তু'জনের দিকে এগিয়ে) নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। সত্যি, তার ক্ষয় নেই, কোন ভয়ও নেই, সে তো চলে গেল, কিন্তু যাদের জন্যে প্রাণ দিলে, তারা কি পেল ? ফক্কা, ফক্কা, আর কিছু নয়।

অসিত। আবার কি হোল দাদু, ক্ষেপে গেলে কেন?

দাদু। ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, তারা কি ওপার থেকে দেখতে পাচ্ছে, তাদের ভাইবোনকে এরা ভিখিরী করে ছেড়েছে, তাদের দেশের মাটিকে ছিঁড়ে টুক্‌রো করে স্বাধীনতা কেনার জন্যে ঘুষ দিয়েছে। হায় শহীদ, তোমরা কি জানো না, নেপোয় দই মেরেছে।

অসিত। দাদু, এবার তোমার মাথা খারাপ হবে।

দাদু। ঐটেই তো বাকী আছে ভাই, কিন্তু আর পাগল হব না। যারা সেদিন কিছু করলে না, বিদেশীর পা চেটে পয়সা রোজগার করেছিল, আজ তারা সমাজের মাথা, আমাদের প্রভু, এ দেখেও যখন মাথা খারাপ হয়নি, আর হবে না।

শ্রীলতা। (অসিতকে) যদি বেরতে হয় এই বেলা ঘুরে এস, শরীর খারাপ, বেশী দেরী কোর না।

অসিত। যাই আমি ঝোলাটা নিয়ে আসি।

দাদু। কাগজগুলো কোথায় দেবে?

অসিত। মনোর বাড়ি। (বলতে বলতে ঘরের মধ্যে চলে যায়।)

দাদু। (কাগজের বাণ্ডিলটা আস্তে আস্তে তুলে নেন। দরজার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে) অসিতকে বোল, আমি এগুলো দিয়ে আসছি।

শ্রীলতা। কোথায়?

দাদু। ঐ যে বল্লে মনোর বাড়ি।

শ্রীলতা। না, না, ও যে আপনাকে বেরতে বারণ করলে।

দাদু। আঃ চেঁচিও না, এই তো ঐটুকু পথ। দিয়ে আসি, সারাদিন বাড়ির মধ্যে থেকে কিরকম যেন প্রাণ হাঁফিয়ে উঠছে।

শ্রীলতা। তাহলেও ওকে বলে যান।

দাদু। তুমি তো জান মা, বল্লে পরে অসিত আমায় যেতে দেবে না। ওর শরীরটা খারাপ, তবু তো দেখছি কত কাজ করছে, বরং

ওকে বুঝিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে বল। এগুলো আমি দিয়ে আসি। তাছাড়া, ভাবছি একবার বিভূতির বাবার কাছে যাব। ও খুব হিসেবী লোক, নিশ্চয় আগে থেকে ভাঁড়ার ভর্তি করে রেখেছে। আমি গেলে কিছু দেবে।

শ্রীলতা। খুব সাবধানে যাবেন।

দাদু। ভয় নেই মা, এসব আগাছাবা সহজে মরে না।

[দাদু বেরিয়ে যান। শ্রীলতা বাচ্চাব চাদর বালিশ ঠিক করে। অসিত ঝুলি নিয়ে ঢোকে, কাগজগুলো খোঁজে।]

অসিত। কাগজগুলো কোথায় রাখলে শ্রীলতা ?

শ্রীলতা। দাদু নিয়ে গেছেন মনোব কাছে।

অসিত। কেন তুমি ওঁকে যেতে দিলে ?

শ্রীলতা। কি কবব, দেখলাম ঘবে বসে বসে একেবারে অধৈর্য হয়ে গেছেন, তাই ছেড়ে দিলাম।

অসিত। তাও সত্যি। বুড়ো মানুষ, বাইবের আন্দোলনের সঙ্গে মন ওঁর সাড়া দিতে চাইছে, কিন্তু শরীব পারছে না। সেইখানেই দ্বন্দ্ব। কি বিবাট হতাশা মানুষটাব জীবনে।

শ্রীলতা। আমাদের জীবনেও তো তাই।

অসিত। না, না, তা নয় শ্রীলতা। বুড়ো বিপ্লবী যুগে একদিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল। ভেবেছিল, স্বাধীনতাব সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বুঝেছে তা হয়নি। লড়তে হবে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

শ্রীলতা। (বাচ্চার দিকে তাকিয়ে) খোকা কিরকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে দেখ !

অসিত। (কাছে গিয়ে) ঐ সুখী, কোন ভাবনা নেই চিন্তা নেই। আপনমনে খেলা করে।

শ্রীলতা। খোকাব কি নাম দেবে ?

অসিত। সুভাষ।

শ্রীলতা। ঐ নামের মর্যাদা ও রাখতে পারবে?

অসিত। না পারলে আমাদের দুর্ভাগ্য—(একটু থেমে) একটা মানুষের মত মানুষ যেন হতে পারে। জান শ্রীলতা খোকাকে আর এরকম ভাঙা বাড়িতে থাকতে হবে না, আমাদের ওপব দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, ও যখন বড় হবে তখন আব দলাদলি নোংরামি থাকবে না, ও পাবে সুস্থ সবল জীবন।

শ্রীমতী। দাদুরাও বোধহয় তাই ভেবেছিলেন, ওঁরা যুদ্ধ করেছেন আমরা শান্তি পাব, কিন্তু তাতো হল না।

অসিত। তবু আশা করে থাকব, আশা নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে, আশা আব স্বপ্ন। ছোটবেলায় যখন গল্প পড়তাম, সেখানে আনন্দ, সেখানে হৈ হৈ, দুঃখ শুধু বাজকন্যার, তাব জন্যে আমরাও চোখের জল ফেলেছি। আহা, সেই স্বপ্নবাজ্যেই যদি থাকতে পারতাম!

শ্রীলতা। (দুষ্টুমি কবে) যদি সেই রাজকন্যার দেখা পেতে,—

অসিত। (শ্রীলতাব দিকে পূর্ণ দৃষ্টে তাকিয়ে) তাকে তো পেয়েছি।

শ্রীলতা। শুধু অর্ধেক রাজত্বটা পাওনি বলে বুঝি আপসোস হচ্ছে?

অসিত। (হেসে) না, আপসোস সেজন্যেও নয়, আপসোস সেই কৌটটা খুঁজে পাচ্ছি না বলে।

শ্রীলতা। কোন্ কৌট?

অসিত। সেই যে সোনার কৌট, যার মধ্যে ভোমরা আছে, যাকে টিপে মেরে ফেলতে পাবলেই রাক্ষসরা মরে যায়। একবার যদি ঐ ভোম্রাটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পায়—

শ্রীলতা। তাহলে?

অসিত। আর কাউকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না, রাজকুমার আর রাজকুমারী সুখে ঘরকন্না করবে। সবাই শান্তিতে থাকবে।

শ্রীলতা। (কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ শুনে) ছোট ঘরের আরো

খানিকটা বোধ হয় ভেঙে পড়ল। বাঁশের ঠেকনোতেও আর চলবে না।

অসিত। তাই মনে হচ্ছে। এ ঘরের অবস্থাও কাহিল, কবে ভেঙে পড়বে কে বলতে পারে।

শ্রীলতা। (খোকার দিকে তাকিয়ে চোখে জল এসে পড়ে) ও বেচারী তো কিছু জানে না, নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে, কিন্তু হঠাৎ যদি —(ওপরের দিকে তাকায়)

অসিত। ভেবে লাভ নেই শ্রীলতা, ওর কপালে যা আছে তা হবেই। আমাদের ঘরে যখন এসেছে, এ পাপের বোঝা তাকেও বইতে হবে।

শ্রীলতা। আর কোথায় আশ্রয় পাওয়া যায়? আমাদের কথা ভাবছি না। ঐ বাচ্চাটাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারি। কেউ কি আশ্রয় দেবে না?

অসিত। মনে তো হয় আমাদের এই ছিন্নমূল জীবনের কথা কেউ বোঝে না। বুঝতে চায় না।

[বাইরে থেকে দীপ্তির গলা—"দরজা খোল, দাদু, অসিতদা, কে আছে, দরজা খোল, শিগ্‌গীরি।" অসিত দরজা খুলে দেয়। দীপ্তি ঘরে ঢোকে, ক্লান্ত, অবসন্ন চেহারা।]

অসিত। কোথায় ছিলি সারাদিন?

দীপ্তি। সে কথা পরে বলব, বৌদি এগুলো রাখ। (আঁচল থেকে খানিকটা চাল আর আলু নামিয়ে দেয়।)

শ্রীলতা। কোথা থেকে পেলি?

দীপ্তি। আমি চুরি করেছি।

শ্রীলতা। কার কাছ থেকে?

দীপ্তি। যার অনেক আছে। এটুকু গেলে যার কিছুই আসে যায় না।

শ্রীলতা। তাহলেও, চুরি—

দীপ্তি। না বলে চুরি করিনি বৌদি, একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি। আমি জানি সে এখানে আসবে। আমিও তাই চাই।

অসিত। কে সে ?

দীপ্তি। এলেই দেখতে পাবে। দেখলেই চিনতে পারবে। আমাদের যে অতি পরিচিত, অথচ আজ সে কেউ নয়।

শ্রীলতা। এগুলো আমি সরিয়ে রাখি। (চালের পুঁটলিটা নিতে যায়।)

দীপ্তি। না থাক, সে এলে দেখুক। দাত্ন কোথায় ?

শ্রলতা। একটু বেরিয়েছেন।

দীপ্তি। বেরিয়েছেন ? না অসিতদা, আজকের এই গোলমালের মধ্যে ওঁকে একলা ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। যে কোন রকম বিপদ ঘটতে পারে।

অসিত। তোর সেই ভাল্লুকটাকে কোথায় রেখে এলি ?

দীপ্তি। ও গেছে একটা ঠ্যালা জোগাড় করে আনতে।

অসিত। কেন ?

দীপ্তি। যদি এখান থেকে আমাদের রওনা হতে হয়।

অসিত। কোথায় ?

দীপ্তি। নিরুদ্দেশের যাত্রায়।

অসিত। তুই কি বলছিস্ দীপু,—

দীপ্তি। প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেছে, এতদিন যে আগ্নেয়গিরি থেকে শুধু ধোঁয়া উঠছিল, এখন সেখান থেকে আগুনের স্রোত বইছে। যদি সেই সঙ্গে ভূমিকম্পও হয়, এ বাড়ি টিকবে না, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ঐ শোন তাদের ধীর প্রতিজ্ঞা—

[এরা শোনে, নেপথ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের "ধাও, ধাও, সমর ক্ষেত্রে" গানটি করতে করতে একটি জনস্রোত দূর থেকে কাছে এসে আবার দূরে চলে যায়।]

নেপথ্যে গান—

ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে, শুন ঐ ডাকে ভারত মাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া, যখন বিপন্না জননী জায়া।
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে।
চল সমরে দিব জীবন ঢালি, জয় মা ভারত জয় মা কালী।

[দরজায় ধাক্কা দেয়।]

দীপ্তি। (চাপাগলায়) অসিতদা, দরজা খোল ঐ বোধহয় সে এসেছে।

অসিত। কে রে?

দীপ্তি। যার বাড় থেকে চুরি করে এনেছি।

[অসিত দরজা খোলে। স্বনামধন্য লেখক নিখিলচন্দ্রের প্রবেশ। তাঁর সাজপোশাক দেখলেই বোঝা যায় তিনি লেখক।]

নিখিল। কোথায় গেল সে?

অসিত। আপনি কাউকে খুঁজছেন?

নিখিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটি মেয়ে। আমার বাড়ি থেকে চুরি করেছে। কোথায় সে?

দীপ্তি। এই যে আমি।

নিখিল। লজ্জা করে না তোমার!

দীপ্তি। কিসের লজ্জা!

নিখিল। দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের মেয়ে, চুরি করতে এতটুকু বাধল না?

দীপ্তি। চোর কি তার বাড়ির ঠিকানা রেখে দিয়ে আসে?

নিখিল। ঠিকানা দিয়েছিলে কেন?

দীপ্তি। দেখছিলাম, যে অন্যায় করে তাকে শাস্তি দেবার ইচ্ছে আর সাহস আপনার মধ্যে এখনও আছে কিনা।

নিখিল। তুমি নির্বোধ, না হয় তুমি নিতান্ত বালিকা।

আমাকে চেন না, আমি লেখক নিখিলচন্দ্র। ন্যায় আর অন্যায়ের বিচার নিক্তির পাল্লায় ওজন করে তবে বই লিখি।

দীপ্তি। তবে বিচার করুন, কাদের জন্যে এ অন্ন সংগ্রহ করেছি, নিজের চোখে চেয়ে দেখুন, বলুন আমি অন্যায় করেছি কিনা।

[নিখিলচন্দ্র একটা ঘুরে দেখেন, এবং সকলের কাছে গিয়েই দাঁড়ান।]

নিখিল। বাড়িটার অবস্থা ভাল নয়।

অসিত। যে কোনদিন মাথায় ভেঙে পড়তে পারে।

নিখিল। তোমাদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে।

অসিত। এখনও দুজন বাইরে, একজন সত্তর বছরের ল্যাংড়া বুড়ো, আর একজন আধপাগলা যুবক।

নিখিল। বুঝতে পারছি, ক্ষিদের জ্বালায় তুমি চুরি করেছ।

দীপ্তি। এ আমাদের ন্যায্য পাওনা। যাদের অনেক আছে, তাদের কাছে বাঁচবার দাবি।

নিখিল। এ তোমাদের ঔদ্ধত্য।

দীপ্তি। অবশ্য আমাদের দাবি শোনাবার জন্যে আপনাকে এখানে ডেকে আনিনি। এনেছি আপনাকে বিনীত আমন্ত্রণ জানাবার জন্যে।

নিখিল। কিসের আমন্ত্রণ?

দীপ্তি। আমাদের কথা জানাতে হবে, সকলের কাছে।

নিখিল। তার জন্যে আমি কেন?

অসিত। আমাদের যে আর কেউ নেই।

শ্রীলতা। আমাদের রাজা নেই, নেতা নেই, কেউ নেই যে এই ছন্নছাড়া জীবনের কথা সকলের কানে পৌঁছে দেবে।

দীপ্তি। আপনি লেখক, আপনি ন্যায় অন্যায়ের বিচার তুলাদণ্ডে করেন। মনুষ্যত্বের এ অপমান কিছুতেই আপনি সহ্য করতে পারবেন না, আমি জানি। সেই জন্যেই আপনাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

নিখিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমার কি করার আছে, কি লিখব আমি ?

অসিত। এই পোড়ো বাড়িটার ছবি ফুটিয়ে তুলুন আপনার লেখায়, যাতে ঐ অন্ধরাও দেখতে পায়, ভিত দুর্বল হয়ে গেছে, দেয়ালে ফাটল ধরেছে। নোনাধরা ঐ ছাদ, আর বেশী দেরী নেই। যে কোন দিন পড়ে আমাদের সবাইকে থেঁৎলে মেরে ফেলবে। আমি মরব, ও মরবে, কেউ বাদ যাবে না, এমন কি ঐ নিষ্পাপ শিশুটাও।

নিখিল। (বিচলিত হয়ে) এসব কথা লিখলে তোমাদের কি সুবিধে হবে ?

দীপ্তি। দেখব অসির চেয়ে মসীর ধার এখনও বেশী কিনা।

নিখিল। ও তো প্রবাদবচন।

অসিত। প্রবাদ নয়। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে এমন সব লেখক জন্মেছে যাদের লেখার জোরে নিপীড়িত মানুষ পেয়েছে আশা, কেঁপে উঠেছে অত্যাচারীর সিংহাসন। তারাই ভগীরথের মত ডেকে এনেছে বিপ্লবের ভাগীরথীকে।

নিখিল। সে যুগ আর এখন নেই, আমাদের পরিচয় আমরা লেখক, আমরা রাজনীতি করি না।

অসিত। মনুষ্যত্ব রক্ষার আহ্বানেও না ?

নিখিল। না।

দীপ্তি। আপনার মতে আগেকার দিনের লেখকরা লেখক ছিলেন না ? অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাঁরা খেতাব বিসর্জন দিয়েছেন, রোগশয্যা থেকেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহের মত গর্জন করে উঠেছেন, তাঁদেরই তো বংশধর আপনি।

নিখিল। আহা সেদিনের লেখকদের তো কোন দুশ্চিন্তা ছিল না নিজের সংসার নিয়ে। জমিদারের ছেলে, লেখা ছিল তাদের নেশা, পেশা নয়। আমাদের তো বিলাসিতা করার সময় নেই, আমাদের স্ত্রীপুত্র আছে, সংসার আছে।

অসিত। তাঁরা ছিলেন সত্যের পূজারী।

নিখিল। আমরাও সেই সত্যেরই আরাধনা করছি, তবে পথ হয়ত আলাদা। সমাজের প্রতি দায়িত্ব আমাদের অনেক বেশী। গরম গরম পাঁচটা বুকনি দিলেই সাহিত্য হয় না। এই দেখ না লক্ষ্মী-সরস্বতীব চিরকালের বিবাদ আমরা মিটিয়েছি। আজ আমার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে টাকা আছে, তার চেয়েও বড় আশা আছে।

দীপ্তি। আরও আশা ?

নিখিল। (চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে) হ্যাঁ, যদি সাহুজার সুনজরে পড়ি, হয়ত খেতাব পাব, রাজ্যসভায় গিয়ে বসব। রাজলেখক হিসেবে বিদেশ ঘুবে আসব।

শ্রীলতা। তবু আমাদের কথা লিখবেন না ?

নিখিল। না এখন সে সময় নেই।

দীপ্তি। (বিদ্রূপ করে) আপনি কি মনে করেন সাহিত্যের ইতিহাসে আপনাদের নাম থাকবে ?

নিখিল। (সগর্বে) নিশ্চয় থাকবে।

দীপ্তি। যদি থাকে, তার ওপরে বড় বড় হরফে লেখা দেখবেন, সিংহের বংশধর শৃগাল।

নিখিল। (রেগে) তোমরা আমাকে অপমান কবছ।

দীপ্তি। যাক্‌গে, আর কথা বাড়িয়ে দরকাব নেই। আপনাকে ডেকে এনেছিলাম যা দেখবার জন্যে তা দেখে ফেলেছি। এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে যেতে পারেন। (চালের পোঁটলাটা নিয়ে) সঙ্গে করে এটা নিয়ে যান।

নিখিল। (বিব্রতভাবে) ওটা থাক না। তোমাদের কাজে লাগবে।

দীপ্তি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) অনুগ্রহ করে শুধু এই কোর, অনুগ্রহ কোর না আমায়।

নিখিল। বেশে আমি যাচ্ছি। (খোলা দরজায় ভাল্লুকের মুখোশ পরা যুবক এসে দাঁড়িয়েছে।)

নিখিল। (যুবককে দেখে ভয় পেয়ে) এ আবার কে ?

[যুবক তাঁর দিকে এগিয়ে যায়, নিখিল পেছতে থাকে। তাকে এক কোণায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে যুবক মুখোশ খোলে।]

যুবক। ভয় পেও না, এ শুধু একটা জন্তুর মুখোশ।

নিখিল। ওঃ, তাই বল। আমি যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

যুবক। যেদিন সত্যিকারেব জন্তু হয়ে যাব, সেদিন এ মুখোশ ফেলে দেব।

নিখিল। (ব্যঙ্গ কবে) কবে সে শুভদিন আসবে ?

যুবক। যেদিন তোমার মুখোশ দেব খুলে।

নিখিল। (বেগে) কি বলছ তুমি ?

যুবক। তোমাব ঐ লেখকের মুখোশ। জান দীপ্তি, জান অসিতদা, জান বৌদি, একদিন ভণ্ড সন্ন্যাসীতে এ দেশ ভরে গিয়েছিল, তখন এসেছিলেন যুগাবতার, তাদেব মুখোশ খুলে দিতে। আজ এই ভণ্ড লেখকদেরও মুখোশ খোলার দিন এসেছে।

নিখিল। এত বড় স্পর্ধা !

যুবক। (গলা চড়িয়ে) খুব সাবধান, আমার মত ভাল্লুকরা যখন তোমার মুখ থেকে ভণ্ডামির মুখোশ খুলবে, ওদের তো কোন বুদ্ধি নেই, ওরা জন্তু, দেখ তোমার ঐ সুন্দর মুখখানাকে তারা না ক্ষতবিক্ষত করে ছিঁড়ে ফেলে।

[কথার সঙ্গে সঙ্গে যুবক আগের মতই নিখিলকে তাড়া করে দরজা দিয়ে বার করে দেয়।]

যুবক। আপদ বিদায় হয়েছে, চল সবাই তৈরী হয়ে নাও, এখুনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।

শ্রীলতা। কেন ?

যুবক। (হেসে) সাহুজীদের ধারণা এটাই বুঝি কানাই সামন্তর

ডেরা। ওদের আক্রোশ এই ভাঙ্গা বাড়িটারই ওপর সবচেয়ে বেশী। চল, আর দেরী নয়, পোঁটলাপুঁটলি সব বেঁধে নাও।

দীপ্তি। দাত্ন কিন্তু বাড়িতে নেই।

যুবক। এই দুর্যোগেব মধ্যে বাইরে গেছেন! (একটু থেমে) যাই হোক ফিবে আসবেন নিশ্চয়, তোমবা তৈবী হয়ে নাও।

[সকলে জিনিস গোছাতে ব্যস্ত, যুবক গিয়ে দাঁড়ায় রাস্তার কাছে।]

যুবক। (ধীরে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি কবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা)

ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকেব বল
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদেব আশার স্থল।
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল
আদর্শে যে সত্য মানে, সে ওই মোদেব ছেলের দল।

শ্রীলতা। এ ক'বছরে অনেক জিনিসই তো জমেছে, সব কিছুই কি নিয়ে যাওয়া যাবে।

অসিত। শুধু দবকারী জিনিসগুলিই গুছিয়ে নাও।

শ্রীলতা। বাকী সব ফেলে যাব!

অসিত। কেন মায়া হচ্ছে? যা কিছু আসল ছিল ফেলে এসে এখানে নকল নিয়ে সংসার পেতেছিলে, এখন সেই নকলের জন্যেও মায়া!

শ্রীলতা। তা নয়, বাসা ভেঙে চলে যাওয়া। সেইজন্যেই মনটা কেমন কবছে। আব যদি বাসা বাঁধতে না পাবি! (কান্না)

যুবক। মন খাবাপ কোব না বৌদি, কোথায় তা জানি না, কেমন করে তাও বলতে পারি না, কিন্তু বাসা আমরা ঠিকই বাঁধব।

শ্রীলতা। তোমার কথার ওপবই ভবসা কবে থাকব ঠাকুরপো।

যুবক। এমন একটা বাসা যা ঝড়ে পড়বে না, ভূমিকম্পে নড়বে না, অচল, অটল। সেখানে তুমি নির্ভয়ে সংসার পাতবে, ঐ

শিশু হামা দেবে, হাঁটবে, সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখবে, দেখবে সেখানে কত আনন্দ।

শ্রীলতা। (সোৎসাহে) সত্যিই কি সেদিন আসবে? যখন আমরা মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারব। পদে পদে অন্যের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে প্রতি দরজায় মাথা খুঁড়তে হবে না,—

যুবক। সেদিন আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সেই নতুন প্রভাত। মনে আছে এই জানালায় দাঁড়িয়ে তুমি দেখতে ছবির মত সেই নিষ্প্রাণ জনতাকে যারা রোদে, জলে রাস্তার ধারে পড়ে থাকত, ঝরা পাতার মত, (জানালার দিকে ছুটে গিয়ে) দেখ, আজ তারা কেউ নেই। তাদের বুকে আজ নতুন আশা, চোখে স্বপ্ন, কণ্ঠে গান, কে তাদের ধরে রাখবে। জান বৌদি—(প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা থেকে আবৃত্তি করে।)

যে বিশাল সিঁড়ি আকাশের দিকে
চেয়ে ছেউঠতে,
তার তলায় তারা বসে থাকে;
কাঠের টবে পামের চারা
আর কাঠের টুলে
সশস্ত্র প্রহরী।
তবু আমি হতাশ হই না।
জানি,—'পামের' চারার মধ্যে সঙ্গোপন
আছে অরণ্য;
কাঠের টবে একদিন তাকে ধববে না
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হয়ে;
একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে।
শুধু কাঠের সিঁড়ি
কোনদিন পৌছবে না আকাশে।

যুবক। কে ওখানে ?

দিলদার। (জানালা দিয়ে) আমি।

যুবক। ওখানে তুমি কি করছ ?

দিলদার। ভেতরে আসব, কথা আছে।

যুবক। এসো। (অসিতকে) অসিতদা, আস্তে আস্তে জিনিসপত্রগুলো বার করো, সময় হলেই আমরা চলে যাব।

অসিত। দেখ আবার ও কি বলে,—

যুবক। ঐ ভাঁড়ের কথা শুনে আমাদের কোন লাভ হবে না।

[দরজা দিয়ে দিলদারের প্রবেশ]

দিলদার। তখনই বল্লাম হুজুরকে এই গণ্ডগোলের মধ্যে কি এস্থানে আসা যায়, তবু উনি ছাড়লেন না, তাই আসতেই হল।

যুবক। কিছু বলবেন ?

দিলদার। মনে হচ্ছে আপনারা সবাই ব্যস্ত।

যুবক। ডেরাডাণ্ডা তুলতে হচ্ছে কিনা,—

দিলদার। সেকি আপনারা এখান থেকে চলে যাচ্ছন ?

যুবক। যাচ্ছি।

দিলদার। কোথায় ?

যুবক। জানি না।

দিলদার। তবে যাচ্ছেন কেন ?

যুবক। হুকুম হয়েছে।

দিলদার। কার হুকুম ?

যুবক। কানাই সামন্তর।

দিলদার। (গলা নামিয়ে) তাঁর সঙ্গেই তো আমি দেখা করতে এসেছি।

যুবক। হঠাৎ আপনার এত দয়া,—

দিলদার। মানে দেখুন কথাটা খুব গোপনীয় তাই আপনাদের কাছে তো বলতে পারব না, সরাসরি কানাই সামন্তকেই বলবার নির্দেশ আছে।

যুবক। তাই নাকি, আমি যদি বলি (ভাল্লুকের মুখোশ দেখিয়ে) ঐটাই কানাই সামন্ত—

দিলদার। (প্রথমটা বিস্ময়, পরে হাসি) ঐটাই কানাই সামন্ত ?

যুবক। হাসছেন কেন ?

দিলদার। হাসিনি। ভাবছি। (হেসে) ঐটাই কানাই সামন্ত ?

যুবক। কেন হতে পারে না।

দিলদার। তা নয়। (আরো হেসে) ওটা যে ভাল্লুক।

যুবক। ভাল্লুক নয় বাঘ।

দিলদাব। বেশ কথা বলেন যা হোক, তার মানে ওটা বহুরূপী।

যুবক। ঠিক ধরেছেন। বহুরূপী সব দরকারে রঙ্ বদলে যায়।

[দীপ্তির প্রবেশ। দিলদারকে দেখে—]

দীপ্তি। ও আপনি এসেছেন ? তাই বলি এত হাসি কেন এ ঘরে। ওমা, একি সাজপোশাক আপনার, আপনি হলেন রাজার ভাঁড়, আমাদের মত ছেঁড়া ন্যাকড়া পরেছেন কেন ?

দিলদার। ছদ্মবেশ।

দীপ্তি। তাই বুঝি। কিসের জন্যে ?

দিলদার। এখানে যে আসতে হল ? রাজবেশ পরে কি আর আসবার জো ছিল ? গুণ্ডাগুলো ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিত।

দীপ্তি। (হেসে) আপনার খুব প্রাণের ভয়, না ?

দিলদার। (চটে) প্রাণের ভয় বুঝি তোমাদেরই কম, পোঁটলাপুঁটলি বগলে করে তাহলে পালাচ্ছ কেন ?

দীপ্তি। পালাইনি তো, আপনাদের মত বায়ু পরিবর্ত্তনে যাচ্ছি।

দিলদার। বায়ু পরিবর্তন। (হাসি) সত্যি তোমরা বেশ কথা বল। একটু আগে ঐ পাগ্‌লাটা কি বলছিল জানো। ঐটাই নাকি কানাই সামন্ত। (হাসি)

[অসিত পোঁটলাপুটলি নিয়ে বেরিয়ে আসে।]

অসিত। কোথায় রাখব এগুলো ?

যুবক। দেখ, জানালার পেছনে একটা ঠ্যালাগাড়ি এনে রেখেছি।

শ্রীলতা। দাদুর বিছানাটা এখনও বাঁধা হয়নি।

যুবক। আমি এখুনি বেঁধে দিচ্ছি। তুমি ও জিনিসগুলো রেখে এস অসিতদা।

[অসিতের প্রস্থান। যুবক মাটিতে বিছানা বাঁধতে বসে। শ্রীলতা দীপ্তি তাকে জিনিসপত্র এনে দেয়। অর্থাৎ সকলেই কাজে ব্যস্ত। দিলদারের দিকে কেউ মন দেয় না।]

দিলদার। আপনারা কেউ আমার কথা শুনছেন না।

যুবক। শোনবার মত কিছু থাকলে শুনতাম নিশ্চয়।

দিলদার। কিছুই তো এখনও বলা হয়নি।

যুবক। তাহলে বলুন।

দিলদার। এ তো মহাবিপদে পড়েছি দেখছি। যদি বেঁফাস কিছু বলে ফেলি, সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। কিন্তু কানাই সামন্তকেই বা এখন পাই কোথায় !

যুবক। (ধমকে) বলছি তো আমি কানাই সামন্ত, কি বলবার আছে বলুন।

দিলদার। ওরে বাবা, ওরকম করে ধমকাবেন না। আমি সর্বভুক, সব কিছু খেতে পারি, শুধু ঐ বকুনিটা ছাড়া।

যুবক। বাজে আমাদের সময় ন করবেন না।

দিলদার। কি জ্বালা, তাহলে বলেই ফেলি। কিন্তু দেখুন সাহুজীর কানে না কথাটা যায়। তাহলে আমি ধনেপ্রাণে মারা যাব।

যুবক। কেউ জানতে পারবে না বলুন।

দিলদার। (গলা নামিয়ে) সাহুজী সন্ধি করতে চান।

যুবক। (চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে) সন্ধি।

দিলদার। হ্যাঁ। কানাই সামন্তর সঙ্গে। সে ছোকরার হিম্মৎ আছে। যা গণ্ডগোল লাগিয়েছে, সাহুজী বুড়ো মানুষ সারারাত ঘুম হচ্ছে না।

যুবক। সন্ধি, (কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু কি শর্তে?

দিলদার। শর্ত টর্ত কি আর আমি জানি, সে তো সাহুজী বলবেন। কিন্তু সাহুজী তো আব আমার মত ভাঁড় নয়, যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, শিগ্‌গীবি কানাই সামন্তকে খবর দাও, যে কোন মুহূর্তে সাহুজী এখানে এসে পড়তে পারেন।

যুবক। এখানে?

দিলদার। হ্যাঁ, তাইত আমাকে পাঠালেন, আগে থেকে আপনাদের জানিয়ে বাখবার জন্যে। আমি তো বলছি এই মওকা, সাহুজী যা বলেন মেনে নাও, এতে তোমাদের সুবিধে হবে। ঘর বাড়ি ছেড়ে আর বায়ু পরিবর্তনের জন্যে ঘুরে বেড়াতে হবে না। (দীপ্তির দিকে তাকিয়ে হাসি)

অসিত। তাহলে জিনিসপত্রগুলো কি করব?

যুবক। বাইরেই থাক, সময়মত ঢুকিয়ে নিলেই হবে। আসুন সাহুজী, দেখি উনি কি বলেন।

দিলদার। কানাই সামন্তকে ডেকে পাঠান।

যুবক। সময়মত তিনিও ঠিক এসে হাজির হবেন।

দীপ্তি। দাদু এখনও ফিরল না।

যুবক। ফিববে, সবাই ফিরবে, ঠিক সন্ধ্যের আগেই পাখীরা সব বাসায় ফিরে আসে। কি নিশ্চিন্ত ওদেব জীবন, কিন্তু বিপদ ওদেরও আছে। আকাশে ঝড় ওঠে, পাখী তার বাসা খুঁজে পায় না। তার চেয়েও বড় বিপদ শিকারী যখন গুলি করে।

দীপ্তি। হঠাৎ একথা তোমার মনে এল কেন?

যুবক। মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পারে, তাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। পাখীটাকে মেরে শিকারীর কোন লাভ নেই, তবু সে গুলি

করে। যন্ত্রণায় যখন সেই ছোট্ট পাখী ছটফট করে শিকারীর তখন কি আনন্দ, তার লক্ষ্য ঠিক হয়েছে বলে।

দিলদার। আমি কিন্তু ঐজন্যে পাখী মারি না, বড় কষ্ট হয়।

যুবক। হয় নাকি?

দিলদার। সত্যি বলছি, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না, বলে আমাব টিপ খারাপ, মাবতে পাবি না। তাই লোক হাসাবার ভয়ে পাখী মাবাব চেষ্টা করি না। তবে টিপ বটে শ্রীপতির—

যুবক। কে শ্রীপতি!

দিলদাব। সেই যাকে দেখেছিলে সাহুজীর প্রাসাদে।

যুবক। শিল্পপতি।

দিলদার। সে যে নামই দাও না তাব, কি বন্দুকেব টিপ। এক গুলিতে তিনটে হরিয়াল ফেলে।

যুবক। হ্যাঁ, ওদেব পাখী মারারই হাত। কিন্তু কোনদিন ওকে জন্তু মারতে দেখেছো। ভয়ংকব জন্তু,—

দিলদার। (হেসে) পাগল হয়েছেন, যে জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক আছে শ্রীপতি তার ত্রিসীমানায় যায় না। এমন কি খাঁচার বাঘের গর্জন শুনলেও শ্রীপতি উল্টো দিকে হাঁটে।

যুবক। (গর্জন করে) তাইতো আমি বাঘ, আমি ভাল্লুক, শ্রীপতিরা আমার কাছে ঘেঁষবে না।

দীপ্তি। ঐ ওরা গান কবতে বেরিয়েছে আমি যাই।

অসিত। না না এখন যেও না দীপ্তি আমাদের বেরুতে হবে।

দীপ্তি। আমি এখুনি ফিরে আসব।

অসিত। দীপ্তি।

দীপ্তি। দাদুকে খুঁজে নিয়ে আসি

[প্রস্থান]

যুবক। ওকে ধবে বাখতে পারবে না, ওবা ওকে ডাকছে।

[দীপ্তি বেরিয়ে গেল। দিলদার ছাডা মঞ্চের অন্যেরা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' গান করে। একটু পরে সাহুজীর প্রবেশ]

সাহুজী। এ গান আমি আগে শুনেছি।

যুবক। শুনেছেন বৈকি। আপনাকে মাথায় করে নিয়ে এই গান তারা গাইতো।

সাহুজী। আজ কারা গাইছে ?

যুবক। তারাই, তবে আপনার বিরুদ্ধে।

সাহুজী। আশ্চর্য, এই কটা বছরের মধ্যে এতখানি পরিবর্তন এ যে আমি তাবতেও পারছি না।

অসিত। আমরাও যে ভাবতে পারছি না সাহুজী, কি করে আপনি এতখানি বদলে গেলেন।

সাহুজী। আমি বদলাই নি, তোমরা বিশ্বাস কর, চেয়ে দেখ আমি তোমাদের সেই সাহুজী।

যুবক। তুমি সাহুজী নও—

সাহুজী। তবে কে আমি ?

যুবক। কে তুমি জানি না, তবে খুব চালাক। সাহুজীর মুখোশ পবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছো।

সাহুজী। মুখোশ ! আমি মুখোশ পরেছি।

যুবক। (ভাল্লুকের মুখোশ দেখিয়ে) এই আমার ভাল্লুকের মুখোশ। খুলে ফেলেছি, তোমারটাও খোল, দেখি সেখান থেকে শ্রীপতি বেরিয়ে পড়ে কিনা।

সাহুজী। শ্রীপতি, কি বলছ তোমরা ?

অসিত। আপনি কি বুঝতে পারছেন না সাহুজী, আজ আপনি শ্রীপতির হাতের পুতুল মাত্র, সে আপনাকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

যুবক। একদিন এই শ্রীপতিদেরই বিরুদ্ধে ছিল আপনার অভিযান। বলেছিলেন তাদের ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার কথা।

অসিত। আব আজ তারাই আপনাকে নাচাচ্ছে।

সাহুজী। না, না, তোমরা ভুল করছ, কে এ কথা তোমাদের বুঝিয়েছে জানি না যে আমি শ্রীপতির কথা শুনে কাজ করি ?

তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তার কোন কথাও আমি শুনিনি।

অসিত। তাহলে আজ আমাদের এ দুরবস্থা কেন?

সাহুজী। তার জন্যে আমাকে দায়ী করলে তোমরা ভুল করবে। তোমাদেরই জন্যে প্রাণপণ করে আমি খাটছি, হয়ত সব জায়গায় সফল হতে পারিনি। সেটা আমার অপারগতা।

যুবক। কিন্তু যে সব ভুল আপনি করেছেন তার কি প্রতিকার হবে। যার জন্যে এত লোক আজ আপনার বিরুদ্ধে।

সাহুজী। (আবেগভরা গলায়) মানুষের ভুল হয়ই, আমিও মানুষ। যদি ভুল করে থাকি আমি সে অপরাধ স্বীকার করব, তোমরা আমাকে মার্জনা কর।

সকলে। (সবিস্ময়ে) সাহুজী!

সাহুজী। আমি আজ সেই কথা বলার জন্যেই বিপদ মাথায় করে ছুটতে ছুটতে তোমাদের কাছে এসেছি। আমি কানাই সামন্তর সঙ্গে দেখা করতে চাই, বল সে কোথায়?

যুবক। তাকে আপনি কি বলতে চান?

সাহুজী। তাকে আমি আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। সে আসুক, আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করুক, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। তাকে পেলে আবার আমি পূর্ণোদ্যমে কাজ করব। আবার তোমাদের মুখে হাসি ফোটাব।

যুবক। জয় সাহুজীর।

সকলে। জয়।

সাহুজী। ভাই সব, দেখ আমার চোখে জল ভরে আসছে, তোমাদের প্রীতি ভালবাসাকে হারিয়ে সিংহাসনে বসে থাকতে চাই না। আমি তো রাজার বংশধর নই, আমি তোমাদেরই নেতা। বল কে কানাই সামন্ত, আমি এখুনি তার সঙ্গে কথা বলব।

যুবক। (গম্ভীর গলায়, এগিয়ে এসে) বলুন সাহুজী।

সাহুজী। তুমিই কানাই সামন্ত।

[যুবকের মুখে হাসি, সকলের বিস্ময়।]

সাহুজী। আমার কিন্তু তোমাকে দেখেই তাই মনে হয়েছিল, তোমার চোখে দেখেছিলাম বিদ্যুতেব আগুন। বল তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে ?

যুবক। করব। আমাদের কথা বলবাব জন্যে কতবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি। আপনার সভায় গিয়েও নাচ দেখিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

সাহুজী। ওসব পুরোন কথা থাক। এস আমরা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করি। তোমার এ আন্দোলনে কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিনি। বুঝতে পেরেছি এরা তোমায় ভালবাসে, তাই সব কথা এরা শুনেছে। তুমি শুধু নেতা নও, তুমি কর্মী।

যুবক। সাহুজীর দৃষ্টি এখনও তীক্ষ্ণ।

সাহুজী। তবে চল আমার সঙ্গে। তোমাদের সব দাবিই আমি মেনে নেব। তোমাদের কাউকেই আব এই ভাঙ্গা বাড়িতে থাকতে হবে না। যাতে কোনরকম অবহেলা তোমাদের সহ্য করতে না হয়, তার জন্যে সব সময় আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে। আমাদের মানে, আমার আব এর—(যুবকেব কাঁধের ওপবে হাত রাখেন।)

শ্রীলতা। তুমি আজ আমায় এই কথাই বলছিলে ঠাকুরপো, আর এ অনিশ্চয়তাব মধ্যে আমাদের থাকতে হবে না, আমবা পাব নতুন জীবন।

যুবক। জয় সাহুজীর।

সকলে। জয়।

[সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ। আর্ত চীৎকার। বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে। শ্রীলতা ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নেয়। বাইরে প্রচণ্ড গণ্ডগোল।]

যুবক। এ কিসের শব্দ !

অসিত। বন্দুকের আওয়াজ।

যুবক। কারা গুলি করছে? সাহুজী—

সাহুজী। আমি তো কিছু জানি না।

যুবক। আমাদের তো কারুর হাতে বন্দুক নেই।

সাহুজী। তবে!

যুবক। বন্দুক চালিয়েছে আপনার লোক।

সাহুজী। হতে পারে না, এ কোন দুর্বৃত্তের কাজ।

যুবক। কিন্তু কে সেই দুর্বৃত্ত?

সাহুজী। আমিও তো তাই ভাবছি, কে এ কাজ করতে পারে। দিলদার, তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

দিলদার। হয়।

সাহুজী। কাকে?

দিলদার। না, বলব না। যদি আমার অনুমান ভুল হয়, মিথ্যে সন্দেহ করাও যে পাপ।

[আবার বন্দুকের আওয়াজ, যেন আরও কাছে। জনতার চীৎকার। অসিত ছুটোছুটি করছিল বাইরে ভেতরে, দাদুকে নিয়ে ঢোকে। পায়ে তাঁর গুলি লেগেছে। তাঁকে দেখে সকলে চমকে ওঠে।]

যুবক। দাদু! তোমায় ওরা গুলি করেছে?

দাদু। (কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে) ভুল জায়গায় মেরেছে, সেই ল্যাংড়া পাটাতেই, আর কত জখম করবে! কিন্তু আর যাদের মারছে, ওঃ অসহ্য।

সাহুজী। কারা মারছে?

দাদু। এই যে সাহুজী, বাঃ বাঃ, তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছ কারা মারছে, তুমি জানো না?

সাহুজী। বিশ্বাস কর আমি জানি না।

দাদু। হাঃ হাঃ হাঃ, বিশ্বাস করতে হবে তুমি জানো না, কে

আমার মত বুড়োর পায়ে গুলি মেরেছে, কে ওই দীপ্তিদের রাস্তায় টেনে এনে অপমান করছে, কে ওই নতুন মার বুক থেকে শিশুকে কেড়ে নিচ্ছে, এত বড় বর্বরতা কে করছে তুমি জানো না তাই আমায় বিশ্বাস করতে বলছ !

যুবক। সাহুজী এই তোমার সন্ধির প্রহসন। হিংস্র কুত্তা-গুলোকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে তুমি এসেছ মিষ্টি কথা বলে আমাদের মন ভোলাতে, ধিক্ তোমায় !

সাহুজী। আমি কি করে তোমাদের বোঝাব। দেখ দিলদার এরা কেউ আমাকে বিশ্বাস করছে না।

দিলদার। হুজুর, দশচক্রে আজ ভগবান ভূত।

যুবক। আর দেরী নয় যাও, এখান থেকে সবাই বেরিয়ে পড়। অসিতদা, তুমি সবাইকে নিয়ে যাও। যে কোন মুহূর্তে ওরা এখানে এসে পড়বে।

অসিত। চল শ্রীলতা।

সাহুজী। না তোমরা যেও না, আমি কথা দিচ্ছি এখানে আমি কাউকে ঢুকতে দেব না।

যুবক। মানুষ একবারই বিশ্বাস করে ঠকে সাহুজী।

সাহুজী। নিজের প্রাণ দিয়ে আমি তোমাদের বাঁচাব।

যুবক। একথা লেখককে বোল, তোমার মহত্ত্ব সে বইতে লিখে প্রচার করবে।

[অসিত দাদুকে তুলে নেয়, সকলে বেরিয়ে যেতে চাইছে। বাইরে আওয়াজ, শিশুর কান্না।]

সাহুজী। ঐটুকু বাচ্চাকে নিয়ে পথে বেরিও না, ও কাঁদছে, ক্ষিদে পেয়েছে ওর,—

যুবক। ও বেচারী আর কি করবে—(নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে)

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।

বেলা বয়ে যায়, খায়নিকো বাছা,

কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।

কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,

স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!

কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি! কালি ও চুন

কেন ওঠে নাক তাহাদের গালে,

যাবা খায় এই শিশুর খুন?

(বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে) বৌদি, তোমবা চলে যাও, আমি এই জানালা দিয়ে একে তোমাদের হাতে দিয়ে দেব।

[দাদু, শ্রীলতা, অসিত ও দীপ্তির প্রস্থান]

সাহুজী। একি সর্বনাশ হয়ে গেল দিলদার! আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গেল! কে এ কাজ করল?

দিলদাব। আপনি সত্যিই বুঝতে পারছেন না হুজুব!

সাহুজী। কি বলছ দিলদাব?

দিলদার। আপনি তো নির্বোধ নন!

যুবক। নিষ্পাপ পাখীদের যে হিংস্রভাবে গুলি করতে পারে,—

দিলদাব। যাদের মৃত্যুকাতর ছটফটানি দেখে সে খুশী হয়, খিল খিল করে হাসে,—

যুবক। সেই পাষণ্ড, সেই অর্থলোভী পিশাচ।

সাহুজী। তবে কি, শ্রীপতি?

দিলদাব। সে তো আপনি গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন হুজুব। তারই ভয়ে নিজে ছুটে এসেছিলেন এদের বাঁচাতে, কিন্তু বোধহয় একটু দেরী হয়ে গেছে।

[কাছেই একটা বিস্ফোরণেব শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতি ঘরে ঢোকে]
যুবক বাচ্চাটাকে জানালার কাছে নিয়ে যায়।]

শ্রীপতি। (সাহুজীকে) আপনার জন্যেই আমার সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা হয়েছিল। এখন নিরাপদে আছেন দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

সাহুজী। (উত্তেজিত হয়ে) কিন্তু এ আপনি কি করেছেন ?

শ্রীপতি। সৈনিকদের গুলী চালাবার হুকুম দিয়েছি।

সাহুজী। আমার বিনা অনুমতিতে ?

শ্রীপতি। এছাড়া শান্তিরক্ষার অন্য কোন উপায় ছিল না।

যুবক। বন্দুক চালিয়ে তুমি শান্তিরক্ষা করবে ?

শ্রীপতি। ও লোকটা জানালাব কাছে দাঁড়িয়ে কি করছে। ওর হাতে ওটা কি ?

দিলদার। বোমা নয় একটি শিশু।

শ্রীপতি। শিশু! কে তুমি ?

যুবক। আমি সেই ভাল্লুক।

শ্রীপতি। কাব সঙ্গে কথা বলছো ?

যুবক। কানাই সামন্ত।

শ্রীপতি। কোথায় সে ?

যুবক। ঐ যে চলে গেল।

সাহুজী। (বিস্ময়ে) চলে গেল ? কোন্ জন ? সেই বৃদ্ধ ?

যুবক। না ঐ শিশু।

শ্রীপতি। তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ, ঐ শিশু কিনা কানাই সামন্ত!

দিলদার। ও ঠিক কথাই বলছে হুজুর, কানাই সামন্তরা মরে না। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে।

যুবক। যেখানে অন্যায়, যেখানে অত্যাচার সেইখানেই ওরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, মানুষকে মুক্তির বাণী শোনায়।

শ্রীপতি। চুপ কর তুমি।

[বিস্ফোরণের শব্দ, বাড়ির খানিকটা অংশ ধ্বসে পড়ার শব্দ হয়।]

যুবক। চোখ রাঙ্গিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে চেও না শ্রীপতি, কিসের এত জোর তোমার ? সঙ্গে করে বন্দুক নিয়ে এসেছ, আমি জানি ও দিয়ে তুমি শুধু পাখী মারতে পার, আর কিছু নয়। চেয়ে দেখো আমি পাখী নই শ্রীপতি, আমি জানোয়ার।

শ্রীপতি। তুমি ভাল্লুক—

যুবক। না আমি বাঘ, তুমিই আমাকে বাঘ তৈরি করেছ, এখন আমি তোমারই ওপর লাফিয়ে পড়ব।

শ্রীপতি। (ভয়ে ভয়ে) সাহুজী, চলে আসুন। এ একটা পাগল, আপনার ক্ষতি করবে।

[দীপ্তির প্রবেশ]

দীপ্তি। মিথ্যে চেষ্টা কোর না শ্রীপতি, পালাবার আর কোন পথ নেই।

শ্রীপতি। কি বলছ তুমি?

দীপ্তি। দেখছ না এই ভাঙ্গা বাড়ি, তোমাদের ঐ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলাতে পারেনি, ভেঙে পড়েছে, বেরবার পথ নেই।

[শ্রীপতি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ভয়ে ছুটে পালিয়ে আসে।]

শ্রীপতি। সর্বনাশ হয়েছে সাহুজী সত্যিই বেরবার পথ নেই, এ একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা আটকা পড়ে গেছি।

সাহুজী। অসম্ভব।

যুবক। ঐ দেখ ওপর থেকে বালি খসে পড়ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ মাথার ছাদটা নেমে আসবে, আমাদের গলা টিপে শেষ করে দেবে।

শ্রীপতি। একবার ভাই আমাকে বাইরে নিয়ে চল, আমি ওদের গুলি ছুড়তে বারণ করব।

যুবক। বড় দেরী করে ফেল্লে শ্রীপতি, তোমার বন্দুকের উত্তর ওরা দিতে শুরু করেছে।

সাহুজী। শ্রীপতি, দেখ ওদিকে বেরুবার কোন পথ পাও কিনা।

শ্রীপতি। আমি দেখছি সাহুজী।

[প্রস্থান]

যুবক। কোথাও বেরুবার পথ পাবে না।

যুবক। কেন তুমি এই বিপদের মধ্যে দিয়ে এলে দীপ্তি?

দীপ্তি। শেষবারের মত এ বাড়িটা দেখতে এলাম।

যুবক। আর কি দেখবার আছে।

দীপ্তি। তবু, এই যে আমাদের ঘর, ঐ দেখো দাদুর চেয়ার।

যুবক। অথচ দাদু নেই।

দীপ্তি। খোকার খাট।

যুবক। কে জানে কোথায় তার আজ রাত কাটবে।

দীপ্তি। আমরাতো সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এই ভাঙ্গা বাড়িটায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। তাও ওদের সহ্য হলো না। সেটুকুও ওরা কেড়ে নিলে। দাদু, খোকা—

যুবক। দীপ্তি।

সাহুজী। দিলদার। আজ বুঝতে পারছি রাজনীতির নামে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা মহাপাপ।

দিলদার। হুজুব, শুনেছিলাম আজকের রাজনীতি বদলে গেছে। আগেকাব সেই রক্ত কলুষিত ইতিহাস আর নেই তাই সচক্ষে দেরবার জন্যে আপনার দরবারে এসেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, না, রাজনীতির বীভৎস রূপ আগের মতই আছে। সেই নীচতা, সেই স্বার্থপরতা, একবার ভাবলাম চলে যাই—

সাহুজী। গেলে না কেন দিলদার?

দিলদাব। আপনার জন্যে।

সাহুজী। আমার জন্যে?

দিলদার। আপনার ভেতরকার মানুষটাকে আমি ভালবেসেছি। শ্রীপতিদের মাঝখানে আপনাকে একলা ফেলে রেখে আসতে পারলাম না।

সাহুজী। দিলদার তুমি মহৎ। তুমি আমাকে বুঝতে পেরেছ। কিন্তু ওদের আমি কি করে বোঝাব? ওরা আর বুঝবে না দিলদার।

যুবক। ইতিহাসও বুঝবে না। সাহুজী, ইতিহাস বিচার করবে আপনাকে, শ্রীপতিদের কথা সেখানে লেখা থাকবে না।

সাহুজী। ওঃ দিলদাব বড় কষ্ট, বড় জ্বালা বুকে।

যুবক। বিবেকেব দংশন।

দিলদার। আঃ চুপ কর।

সাহুজী। ওকে বোলতে দাও দিলদার, ওর মধ্যে আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নিজের যৌবনের প্রতিধ্বনি। একদিন আমি ওরই মত নির্ভয়ে, মানুষের জয়গান গেয়েছি। তাদের ভালবাসা পেয়েছি। কিন্তু আজ একী হ'লো দিলদার?

[ছুটতে ছুটতে শ্রীপতির প্রবেশ]

(বিস্ফোরণের শব্দ)

শ্রীপতি। সাহুজী, বেরবার পথ পেয়েছি। ছোট ঘরের একটা দেয়াল ভেঙ্গে গেছে। আমরা বেবিয়ে পড়তে পারব। আসুন আমাব সঙ্গে।

সাহুজী। না শ্রীপতি। আমি আর যাব না।

শ্রীপতি। যাবেন না সাহুজী?

সাহুজী। না যাবো না। যাবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বাঁচবার বাসনাও আর নেই। যা পেয়েছিলাম সব হারিয়েছি। নিজের হাতে গড়া এই ভুলেব ইমারৎ আমারই মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ুক। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবি।

শ্রীপতি। একি বলছেন পাগলের মত?

সাহুজী। আমার কাছে এসো যুবক। তোমাকে আশীর্বাদ করি। আমায় দেখে তুমি নিজেকে শুধরে নিও। ভুল পথে যেও না। যা আমি পারলাম না, তুমি পার তো আমার স্বপ্নকে সফল কোবো। সকলের মুখে হাসি ফুটিও। কাউকে যেন এরকম ভাঙ্গা পোড়ো বাড়িতে বাস করতে না হয়।

যবনিকা

মুখোশ দল এই নাটক প্রথম অভিনয় করে থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে বৃহস্পতিবার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬০। সেই রজনীর ভূমিকালিপি।

দীপ্তি	..	দীপান্বিতা রায়
দাদু	...	অমরেশ দাসগুপ্ত
শ্রীলতা	...	মমতা চট্টোপাধ্যায়
সাহুজী	..	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
দিলদার	..	পিকলু নিয়োগী
অসিত	..	স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়
যুবক	...	তরুণ রায়
ভদ্রলোক	...	তারাপদ
রাজকুমারী	...	বনানী চৌধুরী
শ্রীপতি	...	পরিমল সেন
লেখক	...	গোবিন্দ চক্রবর্তী

পরিচালনা—তরুণ রায়

মঞ্চ সজ্জা— খালেদ চৌধুরী

আলো— অমর ঘোষ

একমুঠো আকাশ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

যে পংগু সমাজ ব্যবস্থার মাঝে আমাদের বাস, যার আনাচে-কানাচে বাসা বেঁধে রয়েছে দুর্নীতি, যার মাঝে সৎজীবন যাপনের চেষ্টা করার অর্থ মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া, দারিদ্র্যের চরম আঘাত বরণ করে নেওয়া, সেই সমাজেরই এক বিচিত্র আলেখ্য অপূর্ব দরদ ও নিপুণতার সংগে এঁকেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। বইটির আগাগোড়া এই পচনশীল ঘুনেধরা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন। একদিকে তিনি সমাজের উচ্চমঞ্চে যারা বসে আছে তাদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়ে তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন নিপুণ দক্ষতার সাথে। আর তারই পাশাপাশি সমাজের নীচু তলার অধিবাসীদেরও স্থান করে দিয়েছেন তাঁর রচনায়। তারা ভিড় করে এসেছে, তারপরে তাঁর সংবেদনশীল মনের ছোঁয়ায় তারা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাহিনী-পরিকল্পনায় যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন লেখক, তা আজকের দিনে দুর্লভ। এক গভীর প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ জীবনবোধে কাহিনী সমুজ্জ্বল।

সমাজের ক্লেদ-গ্লানি সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুললেও লেখকের জীবন-দর্শন তাকেই শাশ্বত বলে স্বীকার করে নেয়নি, নিতে পারে নি। কাহিনীর সমাপ্তিতে তাই শোনা যায় জীবনের জয়গান, সকল ক্লেদ-নোংরামির ওপর তাই বড় হয়ে উঠেছে মানুষের ভালবাসা, দেখা দিয়েছে "নির্মল পবিত্র একমুঠো আকাশ।"

পাঠকমনও বইখানি শেষ করার পর আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে অনাগত দিনের এই নির্মল পবিত্র একমুঠো আকাশেরই আশায়। এই খানেই লেখকের সব চাইতে বড় কৃতিত্ব।

উপন্যাস—৫·০০ নাটক—২·০০

এক পেয়ালা কফি

ধনঞ্জয় বৈরাগী

প্রতিভাবান নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগীর রোমাঞ্চকর নাটক 'এক পেয়ালা কফি' নাট্য-রসিকদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারবে। ক্রাইম ড্রামা বলতে যা বোঝায়—এক পেয়ালা কফির মধ্যে তার উপাদান আছে প্রচুর। একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে নাট্যকার যে রহস্যের জাল বুনেছিলেন, অনেক হাসি-কান্না-অস্বস্তিকর মুহূর্তের মধ্য দিয়ে অবশেষে সাফল্যের সংগে আততায়ীকে গ্রেপ্তার করে তিনি সে রহস্যের জট খুলেছেন। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র আকর্ষণীয়। নাটকটি মঞ্চে সাফল্যের সহিত অভিনীত। গ্রন্থের মুদ্রণ ও অংগসজ্জা মনোরম। মূল্য: ২·৫০ ॥

নতুন তারা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাতটি একাংক নাটিকা সংকলন-গ্র 'নতুনতারা' নাট্যরসিক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। বিষয় বস্তুর অভিনবত্বে, ব্যংগ-বিদ্রুপে, রসিকতা ও সংলাপে, চরিত্র-চিত্রণ ও পরিবেশ-সৃষ্টিতে এই নাটিকাগুলি অতুলনীয়। সৌভাগ্যের বিষয়, সস্তা হাততালির মোহে সাহিত্য-ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে লেখক এই নাটিকাগুলিকে অতি নাটকীয় করে তোলেন নি,—ঘরোয়া পরিবেশে, সহজ ও স্বাভাবিক সংলাপে এগুলি রসোত্তীর্ণ ও চিত্তগ্রাহী হয়েছে। শিক্ষিত ও রুচিশীল সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই গ্রন্থ-খানির প্রতি নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হবে। মূল্য: ৩·২৫ ॥